মননে প্রতিষ্ঠাতার দর্শন
মিশনের অভিযাত্রা

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ■ সংখ্যা ১ ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

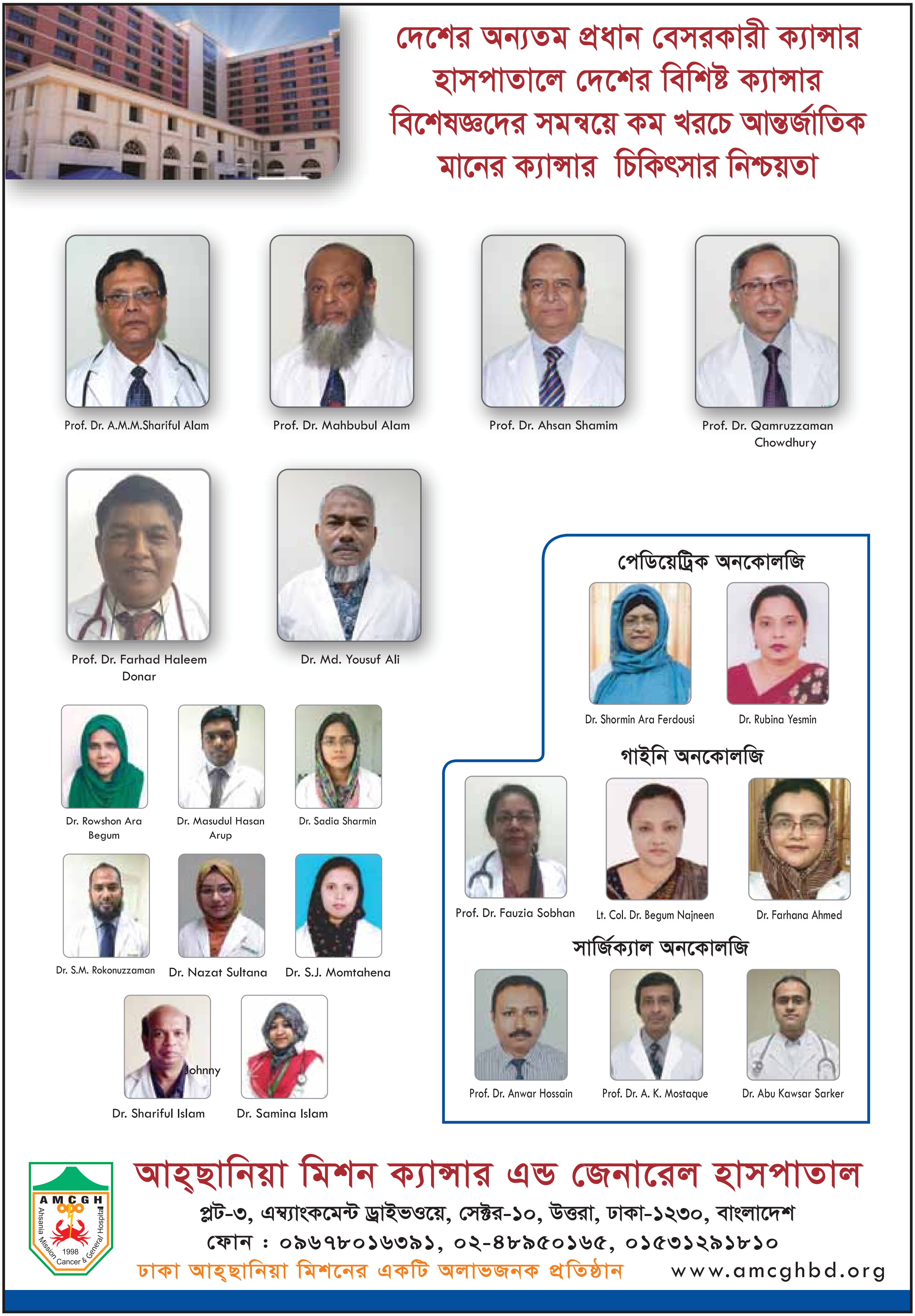
দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার
হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার
বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক
মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা
Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam
Prof. Dr. Mahbubul Alam
Prof. Dr. Ahsan Shamim
Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury
Prof. Dr. Farhad Haleem Donar
Dr. Md. Yousuf Ali
Dr. Rowshon Ara Begum
Dr. Masudul Hasan Arup
Dr. Sadia Sharmin
Dr. S.M. Rokonuzzaman
Dr. Nazat Sultana
Dr. S.J. Momtahena
Johnny
Dr. Shariful Islam
Dr. Samina Islam
পেডিয়েট্রিক অনকোলজি
Dr. Shormin Ara Ferdousi
Dr. Rubina Yesmin
গাইনি অনকোলজি
Prof. Dr. Fauzia Sobhan
Lt. Col. Dr. Begum Najneen
Dr. Farhana Ahmed
সার্জিক্যাল অনকোলজি
Prof. Dr. Anwar Hossain
Prof. Dr. A. K. Mostaque
Dr. Abu Kawsar Sarker
AMCGH
Ahsania Mission Cancer & General Hospital
1998
আহ্‌ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল
প্লট-৩, এম্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ
ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০
ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান
www.amcghbd.org

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন

আহ্‌ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪১ ❑ সংখ্যা ১ ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের জন্য ২০১৮ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। আমরা উদযাপন করেছি ষাট বছর পূর্তি উৎসব। এ উপলক্ষে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে এবং দেশব্যাপী মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাখায় আয়োজন করা হয় সেমিনার ও গণযোগাযোগ। প্রধান কার্যালয়ে এসডিজি-র ওপর ১১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন গত সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮) আপনারা দেখেছেন। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) দর্শন নিয়ে ১১টি সেমিনার। এসব সেমিনারের বিষয় ছিল প্রতিষ্ঠাতার জীবনদর্শনের মূল কথা ‘স্রষ্টার সাযুজ্য লাভ ও সৃষ্টের সেবা’; মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো; নারীশিক্ষা ও সমাজ সংসারে নারীদের ভুমিকা; প্রকাশনাতত্ত্ব; বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ভাবনা; সমাজসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা; সাধনাজীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব; শিক্ষাদর্শন; মহব্বত তত্ত্ব; ছুফীদর্শন; এবং পত্র যোগাযোগতত্ত্ব। সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের স্ব স্ব বিষয়ের গবেষণা টিমের প্রধান ও সহযোগীরা ছিলেন মিশনের বিভিন্ন বিভাগ ও সেক্টরের নানা পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ। বর্তমান সংখ্যায় তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল প্রতিষ্ঠাতার নানান চিন্তাভাবনার সাথে আপনাদের আরো নিবিড় পরিচিতি লাভের উদ্দেশে। পর্যায়ক্রমে অন্য প্রবন্ধগুলোও প্রকাশ করার ইচ্ছে আমাদের আছে।

ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯ উদযাপন করা হয় যথারীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে। এবারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো ‘ক্লাব ২৫’ গঠনের ঘোষণা এবং সদস্যদের পরিচিতি। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনে যাদের কর্মজীবন ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তারাই এ ক্লাবের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। ক্লাবের কর্মসূচি সদস্যরা সভা করে নির্ধারণ করবেন। মিশনের কর্মীরা আগ্রহী রইলেন ক্লাব ২৫ এর সদস্যরা নতুন কী কার্যক্রম নিয়ে আসেন তা জানতে।

মিশন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল) এর উদ্যোগে ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক দুইদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এ বিষয়ে আছে একটি প্রতিবেদন।

বিভিন্ন বিভাগ ও সেক্টরের কর্মসূচির সংবাদ এবং তথ্যাবলী যথারীতি প্রকাশ করা হল সকলের অবগতির জন্য। এসব বিষয়ে আপনাদের মতামত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করবো আমরা।

সকলকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ১০-১২
মিশনের অভিযাত্রা। মিশন প্রতিষ্ঠাতার জীবন দর্শন ও কর্মের উপর রচিত ১১টি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নিয়ে লিখেছেন মুফতি শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

৩
প্রতিষ্ঠাতার দর্শন নিয়ে সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ ‘জীবনদর্শনের মূল কথা স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা’ লিখেছেন ড. এম এহ্ছানুর রহমান

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন	৩
শিক্ষা	২০-২৩
স্বাস্থ্য	২৪-২৮
দুর্যোগ মোকাবিলা	২৯
মানবাধিকার	৩০-৩১
বিবিধ	৩২

১৬
ইংরেজী নববর্ষ ২০১৯ উদযাপন করা হয় যথারীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে।

১৮
বিআইএলএল-এর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২০
নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন-এর উদ্যোগে

৩১
সাপোর্ট ফোরামের প্রতিনিধি দলের পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী পরিদর্শন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

জীবনদর্শনের মূল কথা - স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা

ড. এম. এহ্ছানুর রহমান ॥ অনন্ত কুমার মণ্ডল

১) ভূমিকা

স্রষ্টা অনেক ভালোবেসে তাঁর সৃষ্টিকে সাজিয়েছেন এবং মানবকে সেরা সৃষ্টি মর্যাদা দিয়ে প্রতিনিধিরূপে ধরাবক্ষে প্রেরণ করেছেন। একারণে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক একদিকে যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি সকল সৃষ্টের প্রতি মানবকুলের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

স্রষ্টার একান্ত প্রিয় সৃষ্টি হিসেবে পারস্পরিক সকলের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ সহমর্মিতা, কল্যাণ কামনা ও সেবা প্রদান মানবকুলের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। একইসাথে স্রষ্টার প্রতি তাঁর আনুগত্য ভালোবাসার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবন করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা অনন্ত স্রষ্টার প্রত্যাশা।

এই বহুমুখী দায়িত্ব, কর্তব্য, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার বিশ্লেষণ করেছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর জীবনদর্শনে, আলাপচারিতায়, লেখনীতে এবং জীবনযাপনে। এই দর্শনের সারবস্তুকে তিনি 'স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা' শিরোনামে আহ্ছানিয়া মিশনের মূলমন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের এই দার্শনিক মূলমন্ত্রকে তিনি স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের অন্যতম উপায় হিসেবে দেখেছেন। তাঁর জীবনদর্শনকে তাঁর লেখনীর আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১]

২) সৃষ্টির মূলে প্রেম

'সৃষ্টির মূলে প্রেম' এই অমোঘ উচ্চারণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টজগত সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন, "প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্র হইতে উদ্ভূত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল"(সৃষ্টিতত্ত্ব)। মানবসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, স্রষ্টা ইনছানকে নিজ হাতে গড়ে স্বীয় সত্তার অংশ তাতে ফুকে দিয়েছেন, স্বীয় রঙে রঙাতে। স্রষ্টা চান সৃষ্ট মানব তাঁকে চিনুক, তাঁর বিদ্যমানতা উপলব্ধি করুক। তাঁর সহিত সংযোগ সৃষ্টি হোক, পরম শান্তির অধিকারী হোক। (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ২)। অন্যত্র বলেছেন, পরমাত্মার সহিত আত্মার পুনর্মিলন মানবের সর্বশেষ পরিণতি। (ছুফী, পৃষ্ঠা: ৮৮)। মোট কথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, মানব প্রেম বলে স্রষ্টার সান্নিধ্য হাছেল করে, ধরার বুকে তাঁহার অনন্ত শক্তির পরশ লাভ করে এবং প্রকৃতির মাঝে তাঁর অনন্ত মাহাত্ম্য অনন্ত জ্যোতির পরিচয় পেয়ে স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করে ও তাঁর সাথে যোগাযোগ সাধনে ব্রতী হয়। এখানে প্রেম বা মহব্বতকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি একটি সেতু স্বরূপ যার একপ্রান্তে প্রেমময় ও অপরপ্রান্তে প্রেমিক। প্রেমকে তিনি ইথার, বিদ্যুৎ ও মহাকর্ষণ সদৃশ একটি 'আকর্ষণ ফোর্স' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার উৎপত্তি প্রেমময়ের 'জাতে' নিহিত এবং সেখান হতে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

৩) সংযোগ সাধনের উপায়

পরমাত্মা স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট মানবাত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরমাত্মা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি চৈতন্যময় - তাঁর চেতনাতে সকল সৃষ্টি সারাক্ষণ বিরাজমান। মানুষ তাঁকে স্মরণ করুক আর না করুক, তিনি তার সৃষ্টিকে অবিরত নজরে রাখছেন। সৃষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে একই কথা। তিনি তাদের হৃদয় মধ্যেই অবস্থান করেন। তার কার্যকলাপ আবলোকন করেন এবং মঙ্গল কাজে সাহায্য করেন আর বান্দা যখন অন্যায়ে লিপ্ত হয় তখন দুঃখ পান।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্তকে লিখেছেন এইভাবে, পরমাত্মা শক্তিস্বরূপ প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমান। তুমি পরমাণু সমষ্টি, সুতরাং তোমাতেও বিদ্যমান। তুমি তাঁকে দেখ আর না দেখ। অন্য এক ভক্তকে লিখেছেন, খোদা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মুরশিদ। তিনি সকলের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত। তাঁর জন্য যখন অস্থিরতা, ব্যাকুলতা আসবে তখনই দর্শন পাবে। এজন্য তার উপদেশ হচ্ছে, তাঁরই দয়া, তাঁরই নাম স্মরণ করে তাঁরই দাস হয়ে, তারই গোলাম হয়ে, তারই পায়ে নিজেকে সপে দিতে হবে। সিক্তলোচনে তাঁকে ডাকতে হবে। তাতেই নিজেকে ফানা করতে হবে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৮০, ৯৩, ৯৪)।

> পরমাত্মা স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট মানবাত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরমাত্মা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি চৈতন্যময় - তাঁর চেতনাতে সকল সৃষ্টি সারাক্ষণ বিরাজমান। মানুষ তাঁকে স্মরণ করুক আর না করুক, তিনি তার সৃষ্টিকে অবিরত নজরে রাখছেন।

যদি বান্দার মধ্যে কেহ আশেক হয় তবে মূহূর্তের মধ্যে অসীম সত্তার অস্তিত্ব অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারে। স্বীয় জ্ঞান হারিয়ে আধ্যাত্মিক বিদ্যুতে জড়িত হয়ে পড়ে এবং খোদার নূর সবখানে লক্ষ্য করে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ভক্ত-সাধক সিরিজে তাঁর একজন ভক্তকে ঘিরে এরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা এখানে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হলো।

ঢাকার আরমানিটোলায় এক মিলাদ মাহফিলে গজল শুনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর একান্ত ভক্ত কাজী আব্দুল মোনয়েম (র.) তাঁর গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরে কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি হঠাৎ দেখলাম যে, হজরত পীর কেবলা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে একটি বিরাট আলোর ডায়ামিটার জ্বলজ্বল করে উপরের দিকে উঠছে। তখন ওনার মানবীয় দেহ আর দেখছি না। সম্পূর্ণ নুরের আলোর স্তম্ভ দেখছি। এটা দেখে কোন মুহূর্তে আমি যে ঐ আলোর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছি তা আর বলতে পারবো না। (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভক্ত-সাধক সিরিজ (১), পৃষ্ঠা: ১২১)।

[১] এই প্রবন্ধে উল্লেখিত বক্তব্য অধিকাংশই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর লিখিত বই থেকে সংগৃহীত। যেসব বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো কোটেশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তরূপ বা ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

স্রষ্টার সাযুজ্য লাভ ও সৃষ্টের সেবা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন ড. গোলাম মঈনউদ্দিন

খোদাপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর বাণী

- ☐ প্রেমময়কে পাইতে হইলে প্রেমাগ্নিতে আপনাকে আত্মাহুতি দিতে হয়। যতক্ষণ হাস্তির খেয়াল থাকে, যতক্ষণ আত্মজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ মাহবুবকে পাওয়া যায় না।
- ☐ যদি তাহাকে পাইতে চাও তবে আপনাকে লুটাইয়া দাও তাহারই ধ্যানে; তাহারই জ্ঞানে দিবারাত্র অতিবাহিত কর; সত্যের আশ্রয় লও, মিথ্যাকে পরিহার কর, অহংভাবকে চিরবিদায় দাও, অশ্রুজলে অপবিত্রতা মলিনতা ধৌত কর, সমগ্র হৃদয়খানি প্রেমময়কে উৎসর্গ কর।
- ☐ অল্প আহারে অল্প বাক্যালাপে অল্প নিদ্রায় সন্তুষ্ট থাক।
- ☐ অপরের উপকার কর, কারও অন্তকরণে ব্যথা দিও না; সবাইকে শ্রেয় মনে কর, অজ্ঞানের নিকট জ্ঞান শিক্ষা কর, মহব্বত বিলাইতে থাক, সকলকে আপন করে লও।
- ☐ সর্বদা অজুর সাথে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পাকিজা খেয়াল করিবে। কুকার্য ও কুচিন্তায় অজু নষ্ট করিবে না।
- ☐ নিভৃতে চিন্তা করিবে, মধ্য রাত্রিতে তারকা-খচিত আকাশের দিকে তাকাইবে এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য ধ্যান করিবে। দেখিবে, এক অজানা মুহূর্তে হৃদয়ের দরজা খুলিয়া গেছে, চিন্তাময় হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

(ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠাঃ ৯২-৯৩)।

> খোদা প্রাপ্তির পথ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় জেনে তদনুযায়ী জীবনকে পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। সত্যের পরিচয় লাভ করে তদনুযায়ী আমল করা এবং অসত্য বস্তু চিনে তা পরিত্যাগ করা। এই আত্মিক শিক্ষার উপর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) কে মহব্বতের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হজরত নবী করিম (স.) এর সন্তোষ উৎপাদন করতে পারলে তিনি তোমাদের জন্য মহাদরবারে খাস দোয়া করতে পারেন। এ সন্তোষ অর্জনের জন্য তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, "আঁ-হজরতের মহব্বতে আপনাকে ডুবাইয়া দিবে, যেন তাঁহার রঙে তোমরা রঞ্জিত হইতে পার। তাঁহার সহিত যাহার মহব্বত নাই, খোদার সহিত তাহার মহব্বত নাই। শয়নে স্বপনে তাঁহাকেই ইয়াদ করিতে হইবে। পাক শরীরে পাক মনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে হইবে। মোট কথা, তাঁহারই হইয়া যাইতে হইবে।" তিনি সতর্ক করে বলেছেন, তাঁর বিনা সুপারিশে কিছুই অর্জন হবে না।

খোদা প্রাপ্তির পথ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় জেনে তদনুযায়ী জীবনকে পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। সত্যের পরিচয় লাভ করে তদনুযায়ী আমল করা এবং অসত্য বস্তু চিনে তা পরিত্যাগ করা। এই আত্মিক শিক্ষার উপর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪) অধ্যাত্মদর্শন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সামগ্রিক চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মহব্বত। তিনি এটিকে তার 'একমাত্র শিক্ষা ও একমাত্র দীক্ষা' বলে চিহ্নিত করেছেন। (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা)। এ মহব্বত স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ, তাঁর সাথে মিলনাকঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টের প্রতি ভালোবাসা ও সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। তাঁর এই দর্শনের ভিত্তি

তিনি গ্রহণ করেছেন খোদার একান্ত সৃষ্টি ও বান্ধব হজরত মোহাম্মদ (স.) এর আদর্শ থেকে। পৃথিবীর বুক হতে সারা কালিমা, সারা কলুষ অন্তর্হিত করে শান্তির পবিত্র আলোক বিস্তার করা এবং একতা ও সাম্যের বর্তিকা লয়ে সারা বিশ্বকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করাকে তিনি জীবনের ব্রত নির্ধারণ করেছেন।

তার নিজের কথায় "হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর কওল ও ফেল অনুসরণ করা আমার প্রধান লক্ষ্য। আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন।" (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১২৭)। স্রষ্টার এককত্বে পূর্ণ বিশ্বাস আসলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি ভ্রাতৃবৎ অনুমিত হয় এবং খোদার এই এককত্ব অনুভবের জন্য মহব্বতকে শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

তাঁর জীবন ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বসৃষ্টির জড়-অজড় সকল বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন। "যখন ক্ষুদ্র ঘাসফুলের মধ্যে অচিন্ত্য শিল্পের পরিচয় পাই, যখন গোলাপের সুগন্ধ মনকে ভরপুর করে, যখন পাতাবাহার দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, যখন পাখির কুজন কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে, যখন প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য হিল্লোল শরীরকে শীতল করে, তখন চকিতে দয়াময়ের অফুরন্ত দয়ার কথা মনে পড়ে। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১৩২)।

এই অনুভূতি অর্জন প্রেমসোপানের একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। এটি অর্জনের জন্য নিজের আমিত্ব (স্বীয় হাস্তি) বর্জন করতে হয়। মানুষ যতই আমিত্বকে ত্যাগ করতে পারে ততই তার প্রেমের প্রসার ঘটে। তার প্রেম পরিবার থেকে ক্রমে সমাজ, স্বদেশ, জাতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অবশেষে বিশ্বপরিমণ্ডলে ব্যাপৃত হয়। ছোট-বড় সবই তার আদরণীয় হয়, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ চেতন-অচেতন সকল বস্তু তার প্রিয় হয়। জাতি নির্বিশেষে সকলকে তিনি যখন ভালবাসেন এবং খোদার সকল সৃষ্টজীবকে তিনি যখন একই পরিবারভুক্ত মনে করে কাছে টেনে নেন, তখনই তিনি স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

> **খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মতে সকল সৃষ্টি একই খোদার সৃষ্ট। কাজেই সকলের প্রতি সহনশীলতাই মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি তাঁর রচিত "বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী" বইতে কতিপয় ধর্ম ও মতবাদের মর্মবাণী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে সকল ধর্মে স্রষ্টাকে ভালোবাসার কথা ঐকতানে উচ্চারিত হয়েছে।**

পরমাত্মা-জ্ঞান লাভ মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। পরমাত্মা-জ্ঞানের তিনটি মার্গ- জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ, প্রেম মার্গ। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবল দ্বারা ঐশ-জ্ঞান লাভ করে, কর্মী পুরুষ সুকর্ম দ্বারা তাঁকে লাভ করতে চায় আর প্রেমিক আত্ম-জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রেমময়ে আত্মসমর্পণ করে। তার নিকট প্রেমময়ই একমাত্র কাম্য, একমাত্র লভ্য, একমাত্র লক্ষ্য। বিভু চিন্তাই প্রেমিকের একমাত্র আনন্দের কারণ তিনি সর্ববস্তুতেই তাঁহারই বিভা অনুভব করেন। প্রেমিক প্রকৃতির পটে কেবল প্রেমময়েরই প্রতিভাস দেখে। তিনি প্রেমময়ে লীন হন, তার আত্মবিস্তৃতি জন্মে, সারাক্ষণ পরমাত্মা-চিন্তায় বিভোর থাকেন। একেই অধ্যাত্মজগতে সান্নিধ্যলাভ বলে

এরূপ অবস্থার জ্বলন্ত নমুনা পাওয়া যায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর জীবন তথ্যে। প্রকৃতির পরতে পরতে তিনি যে মহাপ্রভুর প্রতিভাস অবলোকন করতেন তার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় তার লেখা 'আমার জীবন ধারা' বইয়ের স্মৃতিকথায় এবং ভক্তের পত্র- এর অনেক লিপিতে। 'ভক্তের পত্র' রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন, নিদারুণ সত্যের কঠোর অনুভূতিতে আলোড়িত প্রাণের কথাগুলো তিনি এ ভাব গ্রহণের উপযোগীগণের সাথে বিনিময় করেছেন।

'মাহবুবের উদ্দেশ্যে' নিবেদিত এই পত্র সংকলন থেকে প্রকৃতিতে মহাপ্রভুর প্রতিভাস অনুভবের তিনটি চিত্র এখানে উল্লেখ করা হল।

"গোটা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন এ ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে আসিয়া মন কত অভিনব ভাবের লহরী খেলিতেছে। সবচেয়ে সুন্দর এখানকার সহাস্য জোৎস্না, প্রকৃতির ধ্যান গম্ভীর মূর্তি, আর মহাসমুদ্রের আকুল আহবান। অনন্ত বায়ু অসীম বারিধি মাঝে পরম আহলাদে নৃত্য করিতেছে। কিন্তু বায়ুর ন্যায় নির্মুক্ততা কোথায় পাইব যে, গদ গদভাবে পরম পিতার নাম স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইব।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা. ৬০)।

"আজ পৃথিবী জোৎস্না বক্ষে লইয়া কত কেলি করিতেছি। একবার এস, বিস্ফারিত লোচনে মহাপ্রভুর বিচিত্র কৌশল নিরীক্ষণ কর। আমরা আজ লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রধাবিত হইয়া কুতুব আওলিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আছে হাসি ভরা জোৎস্না, এখানে আছে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য, এখানে আছে মহাসমুদ্রের প্রাণভরা ডাক। অনন্ত মহিমার অনন্তছটা দিগদিগন্ত ঘোষণা করিতেছে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৬০)।

'এখানকার পক্ষিগণ অতিপ্রত্যুষে কাহার মঙ্গলগীতি গাহিতে থাকে? এখানকার বিল্বপত্র কাহার প্রিয়-সখার পবিত্র নাম বক্ষে অঙ্কিত করে। এখানকার চন্দ্র-সূর্য, শরিয়ত ও মারেফতের দ্বার উদঘাটন করে। এখানকার হাসিভরা জোৎস্না বারিধি বক্ষে কত সুখ কেলি করে। এখানকার সখী-সখা কত হর্ষ বুকে লইয়া পুত জলধি জলে অবগাহন করে। এখানকার নিষ্কলঙ্ক পবন সুমধুর তানে মুরলী বাজাইয়া কত তপ্ত বক্ষে কৃষ্ণ গোপীর বিশুদ্ধ লীলার কথা জাগাইয়া দেয়। এখানকার সমস্ত জড়বস্তু অনুকূল হইয়া মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সমুৎসুখ। অনন্তের মহিমা অনন্ত সমুদ্রপটে প্রকটিত। এখাকার নীল নভঃ সদা হৃষ্টচিত্ত, এখানকার নক্ষত্রমণ্ডল আনন্দে বিভোর। এখানকার চন্দ্রিমা বড়ই গর্বিত। এখানকার দিবাকর সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্ণথালে স্বর্ণপুষ্প লইয়া প্রিয়তমের সঙ্গলাভ করিতে ছুটিয়া যায়। এখানকার সুশীতল বায়ু একমনে, একতানে দিবারাত্র ব্যঞ্জন করে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৬১)।

৫) বিভিন্ন ধর্মদর্শনে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন তত্ত্ব

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা সকলেই প্রেমকে প্রেমময়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য কার্যকর মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন। সর্বশেষে হজরত মোহাম্মদ (স.) সর্বদেশের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে যে সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যে সব পথের নির্দেশ দেন ইসলামের মধ্যে তার অধিকাংশই বিদ্যমান। একারণে কোন ধর্মের, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মতে সকল সৃষ্টি একই খোদার সৃষ্ট। কাজেই সকলের প্রতি সহনশীলতাই মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি তাঁর রচিত

"বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী" বইতে কতিপয় ধর্ম ও মতবাদের মর্মবাণী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে সকল ধর্মে স্রষ্টাকে ভালোবাসার কথা ঐকতানে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল:

- "প্রাণপণ না করিলে ঈশ্বর প্রেম লাভ করা যায় না। তোমার সমস্ত মনপ্রাণ সমস্ত হৃদয় দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিবে।" (যীশু খৃষ্ট)।
- "সকলের মাঝে সেই পরম পিতাকে যিনি দেখিতে পান তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।" (গুরু নানক)।
- "জীবমাত্র ভগবানের দাস। ভগবানের সংগে তাহার নিত্য সম্বন্ধ।" (শ্রী চৈতন্যদেব)।
- "নিস্বার্থে মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিলে চিত্তের মালিন্য দূর হইবে। ক্রমে ঐকান্তিক মুক্তি করায়ত্ত হইবে।" (স্বামী বিবেকানন্দ)।
- সকল সৃষ্ট জীব খোদা তায়ালার একই পরিবারভুক্ত মনে করিবে। তিনি খোদার প্রিয়, যিনি খোদার সৃষ্ট-জীবকে ভালবাসেন।" (হজরত মোহাম্মদ (স.))।

প্রত্যেক ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি। এর জন্য উপাসনার প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক ধর্মে উপাসনার নির্দেশ আছে। কিন্তু উপাসনার ধারা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। কেউ সাকার উপাসনা করে, কেউ নিরাকার উপাসনা করে। ইসলাম ধর্ম মতে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের সম্পর্ক সরাসরি। এ ভাবধারায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্তকে উপদেশ খয়রাত করেছিলেন, সকল ভাবের আধার যে, তাকেই ভাবের কেন্দ্র স্থির কর। দুইজনে মুখোমুখি হয়ে কেবল ভাব বিনিময় করতে থাকবে; তাঁতেই নিজেকে ফানা করে দিবে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ২৯৫)।

৬) মানবসেবা ও আহ্ছানিয়া মিশন : মানবের আত্মিক ও সামাজিক সেবা উভয়ের লক্ষ্য এক – স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন

'শহর থেকে দূরে মানবের খেদমত করার মানসে' প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্যের তালিকায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) উল্লেখ করেছেন, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিরাকরণ, শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষাদান, পরদা সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, ইত্যাদি। তাঁর নিজের ভাষায়, "খেদমত করাই মিশনের একমাত্র কর্তব্য। আমরা খাদেম হইতে ভালবাসি। পীর সাজিয়া অপরের খেদমত গ্রহণ করা অপছন্দ করি। স্থানে স্থানে সেবক সমিতি গঠন করিয়া জনসাধারণের সেবায় জীবনকে নিয়োগ করাই আমাদের অভিপ্রেত --- -- - সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের চরম লক্ষ্য। শ্রমিক বেশে রাস্তা তৈরি করিব। --- -- - খাদেম হইয়া মানুষের মন জয় করিব বক্তৃতা দ্বারা নয়, কার্যের দ্বারা। আমরা ভিক্ষুক বেশে চাউল কুড়াইয়া দুঃস্থের দেহে কাপড় যোগাইব, --- -- - আমরা প্রেমের পথ দিয়া ছোট-বড় সবাইকে সঙ্গে লইয়া সত্যময়কে অনুসন্ধান করিব।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ২০)।

আহ্ছানিয়া মিশনের মূলমন্ত্র হিসেবে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' নির্ধারণে তাঁর যে দর্শন উপর্যুক্ত বাণীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গবেষক ও প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে- "সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। আর সেই মানুষের বিকাশ সাধনে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা ছিল তাঁর জীবন সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। --- -- - যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজহিতৈষী কার্যক্রমের সংগে আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমের সাযুজ্য খোঁজার অবকাশ রয়েছে, তথাপি আধ্যাত্মিকতা যেহেতু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনদর্শনেরই একটি অংশ, তাই আহ্ছানিয়া মিশনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে কেবল জাগতিক কোন কার্যক্রম বলে চিহ্নিত করা যাবে না।" (মোহাম্মদ আবদুল মজিদ; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, পৃষ্ঠা: ৮০, ৮৮)।

স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর সাথে সংযোগ সৃষ্টিহেতু রুহের শক্তি প্রসার এবং সমাজ মধ্যে শান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মিশন সদস্যদের জন্য তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ:

- সৃষ্টের প্রতি প্রেম না জন্মিলে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হয় না।
- নিজেকে মহৎ মনে করিলে জনসাধারণের সহিত গলাগলি মেশামেশি করা যায় না।
- নিজেকে যতক্ষণ ক্ষুদ্র মনে না করা যায় ততক্ষণ ক্ষুদ্রের সহিত মহব্বত জন্মে না।
- খোদার ভক্ত হইতে হইলে সৃষ্ট জীব মাত্রকেই বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে।

(আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১১৩)।

- যে কাজ করো খোদার ওয়াস্তে করিও।
- যাহাকে দেখিবে খেয়াল করিবে সে তোমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ২৭)।

- মিশন কোন জাতি ও ধর্মকে হেয় মনে করে না, যেহেতু প্রত্যেক বান্দার মধ্যে খোদার নূর বা শক্তি নিহিত আছে।

(বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, পৃষ্ঠা: ৪৩)।

জীবনের গতিপথ তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে, "প্রত্যেক আত্মাকে প্রেম দ্বারা সঞ্জীবিত করে একতা, সমতা ও মৈত্রী বন্ধনে সকল আত্মাকে আবদ্ধ করত বিশ্ব শান্তি সৃষ্টি করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১৩২)।

আমরা নিজে যা করি না, অপরকে প্রায়ই তাই করতে বলি। সুতরাং আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়ে না। বাক্যের দ্বারা খেদমত হয় না, কার্যের দ্বারা হয়। মানুষ চায় দৃষ্টান্ত। মানুষ চায় আদর্শ। আফসোসের সুরে এ উচ্চারণ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর। সারা জীবনের লালিত আদর্শ ও দর্শনকে কাজে পরিণত করার প্রত্যয়ে তিনি স্থাপন করেছিলেন 'আহ্ছানিয়া মিশন'।

আজ বিশ্বে স্থায়ীত্বশীল শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অবিরত যে চেষ্টা, তার বাস্তবায়নে তাঁর এই দর্শন ও কর্মপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়োপযোগী এ বিষয়টি ভাবনায় রেখে আহ্ছানিয়া মিশন তার চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারে।

***ড. এম. এহ্ছানুর রহমান**, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*
***অনন্ত কুমার মণ্ডল**, কোঅর্ডিনেটর, ইন্টারনাল অডিট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

তথ্যসূত্র

- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) রচিত-
  - ১) সৃষ্টিতত্ত্ব
  - ২) বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী
  - ৩) আমার জীবনধারা
  - ৪) আমার শিক্ষা ও দীক্ষা
  - ৫) আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ
  - ৬) ছুফী
  - ৭) ভক্তের পত্র
- ডা. কাজী আবদুল মোনয়েম রচিত 'আধ্যাত্মিক জীবন'
- মোহাম্মদ আবদুল মজিদ রচিত 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা'
- আ.স.ম. বাবর আলী সম্পাদিত 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভক্ত-সাধক সিরিজ (১)'

৮ জুলাই ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর দর্শন: মানবসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

মানব সেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা

ইকবাল মাসুদ ॥ আনিসুল কবির জাসির

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে উন্নয়ন ও মানুষের মুক্ত চেতনার ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এক পাড়াগাঁ সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র জন্ম। তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তিকাল ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। তাঁর কর্মমুখর জীবনের এই ব্যপ্তিকালের মধ্যে তিনি এ উপমহাদেশের ঘটনাবহুল বহু সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং তিনি নিজে বিভিন্ন সংস্কারে যুক্ত থেকেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বর্ণময় জীবনের পূর্ণাঙ্গতা এসেছে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব মুসলমান সমাজের অস্তিমিত অবস্থা এবং ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনকালীন সময়ে, মুসলমান সমাজসহ নিম্ন বর্ণের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে ছিল আধুনিক শিক্ষা, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং মুক্ত চিন্তা থেকে। এরকমই এক প্রেক্ষাপটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র বেড়ে ওঠা, যা তার সামগ্রীক কর্মময় জীবন এবং চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ব্যক্তি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। কোন ব্যক্তির কর্মের উপর আলোচনার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মননশীলতা বা চিন্তা চেতনা বা তার বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্যক্তি হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সমগ্র জীবন খোদা প্রপ্তির পথে ধাবিত হয়েছেন। আর তার খোদা প্রাপ্তির পথ হিসেবে রাসুল (স.) কে আদর্শ মেনেছেন। তিনি মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করা যায় তার প্রচেষ্টা করেছেন। মানব সেবা হজরত মুহাম্মদ (স.)সহ সব রসুল ও নবীর সুন্নাত। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়ার এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সহজাত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে। ইসলাম এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও অর্থবহ করে তোলার পক্ষে। একজন মানুষ অন্য মানুষের আপদে-বিপদে সহায়তা করবে, সহমর্মিতার পরিচয় দেবে এমনটিই উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। রসুল (স.) তার সমগ্র জীবনে সাহায্য প্রার্থীর প্রতি অকৃপণভাবে হাত বাড়িয়েছেন। হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, রসুল (স.) জীবনে কখনো কোন সাহায্য প্রার্থীকে না বলেননি। মানব সেবাকে তিনি তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো অবস্থায় এ ব্রত থেকে বিচ্যুতি হননি।

আমি এই বিষয়টি অবতারনা করলাম তার প্রধান কারণ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর চিন্তা চেতনা সকল কিছুতেই খোদা প্রাপ্তির জন্য রসুল (স.) কে অনুসরণ করেছে যা তার লেখনীতে প্রকাশ ঘটেছে।

আর একটি বিষয় আলোচনা করাও প্রাসঙ্গিক যে, তিনি নিজের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন। এক কথায় তিনি বলতেন, তিনি অতি ক্ষুদ্র, কীটানুকিটের সমতুল্য। তিনি নিজেকে কখনো বড় বলে জাহির করেননি। এর জন্য তিনি নিজে যেমন আমিত্ব বর্জন করেছেন তেমনি আমিত্ব পরিহারের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আমিত্বের মধ্যে বিরাজ করে আত্মন, অহন, অহঙ্কার, ইগো, সেলফ ইত্যাদি। আর এগুলো

পরিত্যাগ না করলে স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায় না।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) কর্ম সম্পর্কে বলার আগে তার খোদা প্রেম, রাসুল (স:) এর দেখানো পথ ও নিজেকে স্রষ্টার সৃষ্টের সেবায় নিয়োজিত করার জন্য নিজেকে তৈরী করেছেন।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মধ্যে মানব প্রেম, সামাজিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্ম সাধনার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পাশাপাশি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে সাংগঠনিক চিন্তার মধ্যদিয়ে তার চিন্তা ও কর্মকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য নিরন্তন প্রচেষ্টা করেছেন। শুরুতে তিনি অত্যন্ত সীমিত পরিসরে তার উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার নানামুখী সমাজ উন্নয়ন দিয়ে মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলের পথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার কর্মকালীন সময়ে বহু প্রতিষ্ঠান তৈরী ও উন্নয়ন ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেছেন এর মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন।

আহ্ছানিয়া মিশন ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উন্নয়নে ও মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সংগঠন তৈরী করেন এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো:

- যুবক সমিতি
- সেবক সমিতি
- দুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তির জন্য বিশেষ সাহায্য ফান্ড
- শিক্ষা ভান্ডার
- স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন
- মুসলিম সেবা সমিতি
- শান্তি ফৌজ
- সাতক্ষীরা পিপলস এসোসিয়েশন, ঢাকা।

এই সংগঠন তৈরীতে তাঁর স্বপ্ন ছিল সাধারণ মানুষের সার্বিক অগ্রগতি, তথা মানবিক ও সাম্যের একটি সমাজ গঠন করা। সারাজীবন এ লক্ষ্য নিয়েই চির আদর্শব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সাধকের মত একনিষ্ঠতায় কাজ করে গেছেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা তাঁর কর্মগতিকে থামাতে পারেনি। সব কিছুর উর্ধ্বে জীবনের অনুপ্রেরণা হিসেবে "স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা"কে মূলব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। "মানব-প্রেম সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ" এই অনুভূতিই তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞকে পরিচালিত করেছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর লেখনীতে বিভিন্ন ভাবে মানব সেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা ফুটে উঠেছে। প্রেমিকের পত্রাবলী গ্রন্থে (পত্র সংখ্যা: ৮৩ নলতা, ৫/৯/৪৭ ইং) তিনি যুবকদের সম্পৃক্ত করে মানব উন্নয়নের কথা বলেছেন "তোমরা কয়েকটি যুবক মিলে একটি সমিতি করো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকো, দেখবে একতার ফলে প্রাণ জেগে উঠবে, সত্যের ঝঙ্কার চারিদিকে বেজে উঠবে, আনন্দের ফোয়ারা ছুটবে। তোমাদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্যম এলে হয়তো আমিও একদিন চকিতে উপস্থিত হবো"। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি সংগঠনিকভাবে যুবকদের মানব সেবার ব্রতি করেছেন। সমিতি গঠনের পরামর্শটি ছিল তার কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

তিনি মানবসেবায় যেমন অনেক সময় নিজে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকেছেন তেমনি অন্যের উদ্যোগকেও উৎসাহ যুগিয়েছেন। যেমন বনগ্রামের যুবকরা সমিতি গঠন করছে জেনে তিনি তার এক পত্রে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন যে, ''বনগ্রামে বালকবৃন্দ একটি সমিতি গঠন করিতে ব্রতী হইয়াছে এবং সেই অভিপ্রায়ে "অভিযান" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়। সমাজের সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অবিশ্বাস ও কুবিশ্বাস অপনোদন করিয়া ভ্রাতৃত্ব বিস্তারে "অভিযান" জয়যুক্ত হউক ইহাই প্রার্থনীয়" (পত্র সংখ্যা : ৬৩ নলতা, ৩১/৩/৪৪ইং) তার এক ভক্তকে নির্দেশ দিয়েছেন ''সান্ধ্য বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী করিয়া আসিবে, মহিলা-মহলে একতার পাঠ শিক্ষা দিবে" (পত্র সংখ্যা : ১০০ নলতা, ১৭/৭/৪৮ ইং)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র কর্মধারা কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদিতে তিনি যেমন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমনি তিনি লিখিতভাবে বা পুস্তক প্রকাশের মধ্যদিয়ে তার কর্ম পরিধি সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। যাতে তার উদ্যোগগুলো কালের আবর্তে হারিয়ে না যায়, একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ও যুগ যুগ ধরে মানবসেবায় ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে একটা বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয় তার এই উদ্যোগ কোন দিন তার এলাকা কেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক ছিল না। যার কারণে আজও তার সৃষ্টিগুলো স্বমহিমায় টিকে আছে ও আরো প্রসারিত হচ্ছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর কার্যকালে শিক্ষা বিভাগে যেসব সংস্কার করেন তারও মূলে ছিল মানব সেবা। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত করা। তৎকালীন মুসলিম সমাজের দুর্দশা তাঁকে বার বার ব্যথিত করেছে। তিনি বুঝতেন

সকল অন্ধকার ও কুসংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছে সমগ্র মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখিতে পান না, সকলের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে কেন্দ্র করে রাজনীতি-সমাজনীতি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

সকল শ্রেনীর, সকল বর্ণের, সকল ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া কোন দেশ ও জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনা। তাই তিনি সবসময় মুসলমান সমাজের প্রতি সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকল অন্ধকার ও কুসংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে তাঁর ভাবনায় স্থান পেয়েছে সমগ্র মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখিতে পান না, সকলের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে কেন্দ্র করে রাজনীতি-সমাজনীতি তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এ বিষয়ে তিনি বলেন " আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানিনা, শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখিনা, ছোট বড় বুঝিনা, সবই শক্তিময়, দয়াময়, প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি"*৩। সব সম্প্রদায়ের সমান অংশগ্রহণ জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে পারে এ বিষয়ে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, 'সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থ থাকতে পারে না'।

এতক্ষণ আমি তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা তার মানব উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের আর একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এখন আমরা প্রায়শঃ একটি কথা বলে থাকি Mainstreaiming করা বা কোন উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের করতে হলে প্রথমে মূল শ্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হয়। তিনি

তার কর্মকালীন জীবনে এই কাজটি খুবই সফলতার সাথে করেছেন। এখনে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন - আজ থেকে প্রায় শত বৎসর পূর্বে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (র.) 'Calcutta University Commission, 1917-19 Report'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার এবং প্রশাসনিক ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, এ বিষয়ে তার একটা বক্তব্য ''I would advocate the establishment of a teaching and residential university for schools and colleges situated in the city of Calcutta…

I would propose to establish a new university in Calcutta on the lines indicated in the Dacca scheme, in addition on the old federal university, with its limits circumscribed. The later will continue to whole external examinations and recognise schools and colleges out side the city of Calcutta.''। Calcutta University Commission, 1917-19, Report, Part-1, Volume-1

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালীন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে যখন তুমুল বিরোধিতা সৃষ্টি হয়, তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সিনেট কমিটির সদস্য হিসেবে অন্য সদস্যদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর 'টিচারস্ ম্যানুয়েল' (১৯১৮) গ্রন্থ; `Calcutta University Commission, 1917-19, Report', তৎকালীন নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে দেয়া তাঁর পরামর্শ এবং তাঁর অন্যান্য বই ও প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা চেতনা সন্নিবেশিত হয়েছে। 'টিচারস্ ম্যানুয়েল' বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ''বিগত একশত বৎসরে দূরদর্শী শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর শিক্ষা ভাবনায় বেশকিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে তাঁর চিন্তার অনেক বিষয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভেবে দেখার বা অনুসরণের সুযোগ রয়েছে। বইটি শিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের নীতি নির্ধারণে, একাডেমিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সহায়তার ভূমিকা রাখবে।

আজকের আলোচনার শেষ প্রান্তে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রধান সৃষ্টিকর্ম আহ্ছানিয়া মিশন নিয়ে আলোচনা করতে চাই। ১৯২৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পরে তিনি ফিরে গেলেন নিজ গ্রামে এবং সেখানেই প্রথম আহ্ছানিয়া মিশন গড়ে তোলেন। চাকরি পরবর্তী সুদীর্ঘ ৩৬ বছর তিনি নিবিড়ভাবে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থেকেছেন। এছাড়া সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন এবং সেখানে তাঁর কল্যাণ বার্তাকে পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাদের দুর্দশাকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যার সাক্ষ্য বহন করে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি আরো উল্লেখ করেন, "আহ্ছানিয়া মিশন" নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য; অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিরাকরণ, শিশু ও বয়স্কদিগের দীনিয়াত শিক্ষাদান, পরদা সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি। তিনি তার গ্রাম নলতাতে আহ্ছানিয়া মিশন স্থাপন করেই তার সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের সমাপ্তি টানেননি। দেশে-বিদেশে শাখা মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন অব্যাহত রাখেন। এ সম্পর্কে তিনি প্রস্তাব করেন যে, 'নলতার আহ্ছানিয়া মিশনের শাখা নানাস্থানে থাকিবে এবং স্ব স্ব কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবে।' স্ব স্ব কমিটি দ্বারা মিশনের শাখাগুলো পরিচালিত হবে "প্রত্যেক শাখায় স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্ট, স্বতন্ত্র সেক্রেটারী ও স্বতন্ত্র মেম্বার নির্দিষ্ট হন" অর্থাৎ এখানেই প্রতিষ্ঠানিক ভাবনার ভিত্তি নিহিত। আবার তিনি হবিগঞ্জ শাখা মিশন প্রতিষ্ঠা কালীন সময়ে শাখা কথাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এটি তার অত্যন্ত দূরদর্শী চিন্তার অংশ ছিল। কারণ তিনি চেয়েছিলেন তার প্রতিটি আহ্ছানিয়া মিশন স্বমহীমায় স্বতন্ত্রভাবে বেড়ে উঠুক।

তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের, মানুষের কল্যাণের, সামাজিক উন্নয়নের, আত্মিক ও জাগতিক সেতুবন্ধন তৈরীর' যা তাঁর জীবদ্দশায় বীজ বপন করেছিলেন তা অঙ্কুরিত হয়েছে মাত্র। আহ্ছানিয়া মিশনের কল্যাণে তা একদিন পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হবে এবং তা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়ন, মানুষে মানুষে পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করা, নিপীড়িত মানব জাতির কল্যাণে এবং মানুষে মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ও আত্মিক প্রেমে উদ্দীপ্ত করবে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রতিষ্ঠিত মিশনের যে কর্মপরিধির স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উলেখ করা হলো-*১১

ক) প্রত্যেক মিশনে যথাসাধ্য শ্রম ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

খ) প্রত্যেক মিশন অসহায় দুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে একটি ফান্ড সৃষ্টি করিবে।

গ) যুবক সমিতি গঠন করত দেশ হইতে অনাচার, অপকার, উৎপীড়ন, চুরি, বদমাইশী দূর করিতে হইবে।

ঘ) সাম্প্রদায়িক কলহের যাতে সৃষ্টি না হইতে পারে, হিন্দু ও মোসলেম মধ্যে যাহাতে অশান্তির প্রাদুর্ভাব না হয়, তৎপ্রতি যুবক শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।

ঙ) প্রত্যেক মিশন স্থানীয় ডাক্তার কর্তৃক অন্ততঃ একজন মহিলাকে নাড়িচ্ছেদ ক্রিয়া ও সূতিকা-গৃহের পরিচালনা শিক্ষা দিবে।

চ) এই প্রতিষ্ঠান শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে, এই প্রতিষ্ঠান সমাজের মধ্যে একতা সৃষ্টি করিবে, এই প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া দুস্থ রুগ্ন ও দুর্বলকে সবল ও কার্যোপযোগী করিবে।

তিনি যেমন তার এলাকাতে একাধিক মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমনি তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকাতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার স্বপ্নকে ধারণ করে দেশের সকল অঞ্চলের ধনি-দরিদ্র সকল মানুষের সেবা প্রদান করছে।

ইকবাল মাসুদ, *হেড, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*
আনিসুল কবির জাসির, *মার্কেটিং ম্যানেজার, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

তথ্য সূত্র:

১. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ-খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
২. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা-খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৩. আমার জীবন-ধারা- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৪. ভক্তের পত্র- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী
৬. দীপ্ত প্রভায় আলোকিত মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)- সম্পাদনায় আ. শ. ম. বাবর আলী
৭. খানবাহাদুর আহছানউল্লার শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা- মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তার কর্মসাধনা-৪
৯. আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন আয়োজিত 'খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লার (র.) ছুফী দর্শন' শীর্ষক সেমিনারে আলোচকবৃন্দ

মননে প্রতিষ্ঠাতার দর্শন মিশনের অভিযাত্রা

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক-জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মিশন প্রতিষ্ঠাতার জীবন দর্শন ও কর্মের ওপর অনুষ্ঠিত হয় ১১টি সেমিনার। এখানে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্টজনরা। সেইসব প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নিয়ে লিখেছেন **মুফতি শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**

আমাদের মননে প্রতিষ্ঠাতার দর্শন চির জাগরুক। সেই দর্শনের আলোকেই আমাদের অভিযাত্রা। এ অভিযাত্রা চলমান। এরই নিদর্শন হিসেবে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে মিশন প্রতিষ্ঠাতা

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.)-র দর্শনের আলোকে ১১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রথম সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ২০ জানুয়ারি ২০১৮। স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা শিরোনামের এই গষেণাপত্র তৈরি করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. কাজী এম এহ্‌ছানুর রহমান। প্রবন্ধে বলা হয়, স্রষ্টার একান্ত প্রিয় সৃষ্টি হিসেবে সকলের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ সহমর্মিতা, কল্যাণ কামনা ও সেবা প্রদান মানবকুলের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। একইসাথে স্রষ্টার প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবন করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা অনন্ত স্রষ্টার প্রত্যাশা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের এই দার্শনিক মূলমন্ত্রকে তিনি স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের অন্যতম উপায় হিসাবে দেখেছেন। তাঁর জীবনদর্শনকে তাঁর লেখনীর আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো শিরোনামের গষেণাপত্র তৈরি করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক রাজকুমার সাধুখাঁ।

তিনি লিখছেন, স্রষ্টা যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথনির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। সকল ধর্মের মূলনীতি এক। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। চিত্তশুদ্ধিই হলো সব এবাদতের সার; আর সেই সঙ্গে অপরের কল্যাণ কামনা করা। এটাই বিস্তারিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গবেষক তার উপস্থাপনায়।

নারী শিক্ষা ও সমাজ সংসারে নারীদের ভূমিকা। হজরত খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.)-র অভীষ্ট ছিলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নতি; এই বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন ফেরদৌসী আখতার, প্রকল্প ব্যবস্থাপক : বিসিটিআইপি প্রকল্প- ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন। গবেষক জানাচ্ছেন সব ধরনের শিক্ষাই যে নারীর প্রয়োজন এবং সব রকমের শিক্ষায় যে নারীর প্রবেশাধিকার রয়েছে তা হজরত খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) তাঁর লেখনী ও কর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং সেদিকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সকলকে আহ্বান করেছেন।

প্রকাশনাতত্ত্ব বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন আবদুল বারী আল-বাকী, কো-অর্ডিনেটর : প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন। তিনি লিখেছেন, খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) বাংলা ভাষার

প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষা উন্নয়নে তাঁর চিন্তা-চেতনা সেই সময়েই প্রতিয়মান হয়। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) যশোর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির বিশেষ অধিবেশনে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। গবেষক জানাচ্ছেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর উদ্যোগে প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টিতে মখদুমী লাইব্রেরি, আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী খুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশনা ক্ষেত্রকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। প্রকাশনা ক্ষেত্রে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।

বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ভাবনা প্রসঙ্গে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সমগ্র মানব জাতিকে একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং জগতে শান্তির জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন নাফিজ উদ্দিন খান, কো-অর্ডিনেটর : বিএলএ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। গবেষণায় প্রতিভাত হয়েছে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন পাক-ভারত উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ছুফী সাধক। তাঁর চিন্তায়, চেতনায়, চলনে, বলনে ও মননে সর্বদাই ছিল খোদা ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। কোরআন-হাদিসের প্রতি তাঁর যেমন ছিলো প্রগাঢ় ভালোবাসা তেমনি ছিল অসামান্য দখল। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন দুনিয়ার সকল মানুষই ভাই ভাই। সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন না হলে দুনিয়ায় সুখ আসবে না। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন খোদারই ইশারা।

মানব সেবার প্রতিষ্ঠানিক ভাবনা বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন ইকবাল মাসুদ, হেড অব হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তিনি লিখেছেন, খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) এর লেখনীতে বিভিন্নভাবে মানবসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা ফুটে উঠেছে। প্রেমিকের পত্রাবলী গ্রন্থে (পত্র সংখ্যা : ৮৩ নলতা, ৫/৯/৪৭ ইং) তিনি যুবকদের সম্পৃক্ত করে মানব উন্নয়নের কথা বলেছেন "তোমরা কয়েকটি যুবক মিলে একটি সমিতি করো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকো, দেখবে একতার ফলে প্রাণ জেগে উঠবে, সত্যের ঝঙ্কার চারিদিকে বেজে উঠবে, আনন্দের ফোয়ারা ছুটবে। তোমাদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্যম এলে হয়তো আমিও একদিন চকিতে উপস্থিত হবো"। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি সাংগঠনিকভাবে যুবকদের মানব সেবায় ব্রতি করেছেন। সমিতি গঠনের পরামর্শটি ছিল তার কাজকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদান।-

তৎকালীন মুসলিম সমাজের দুর্দশা তাঁকে বারবার ব্যথিত করেছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন "আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না, শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখি না, ছোট বড় বুঝি না, সবই শক্তিময়, দয়াময়, প্রেমময় স্রষ্টার সৃষ্টি"। সব সম্প্রদায়ের সমান অংশগ্রহণ জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে পারে– এ বিষয়ে তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, 'সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থ থাকতে পারে না'।

সাধনা-জীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব। সাধক পুরুষ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সিদ্ধি লাভের সাধনা জীবনে প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে পাহাড় ও সমুদ্র দ্বারা প্রভাব ও উদ্দীপনা লাভ করেন। এ বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন গোলাম ফারুক হামিম, পরিচালক (প্রকল্প): ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তাঁর মতে মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) তাঁর জীবনে বৈচিত্র্যময় সমস্ত সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেননি। স্রষ্টার সকল সৃষ্ট বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (র.)-এর দর্শন গবেষণা সেমিনার সিরিজ ২০১৮

ক্রম	বিষয়	গবেষণা টিম প্রধান	গবেষণা টিমের সদস্য	উপস্থাপনার সময়
১	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : জীবনদর্শনের মূল কথা 'স্রষ্টার সাযুজ্য লাভ ও সৃষ্টের সেবা'	ড. এম. এহ্ছানুর রহমান	অনন্ত কুমার মণ্ডল	২০/০১/১৮
২	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো	রাজকুমার সাধু খাঁ	সাইফুল ইসলাম	২৪/০২/১৮
৩	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : নারীশিক্ষা ও সমাজ সংসারে নারীদের ভূমিকা	ফেরদৌসী আক্তার	বাদরুন নাহার	৩১/০৩/১৮
৪	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : প্রকাশনাতত্ত্ব	আবদুল বারী আল-বাকী	নাফিজ উদ্দীন খান	২১/০৪/১৮
৫	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ভাবনা	কাজী আলী রেজা	রঘুনাথ দাস	১২/০৫/১৮
৬	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : সমাজসেবার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা	ইকবাল মাসুদ	আনিসুল কবির জাসির	০৮/০৭/১৮
৭	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : সাধনাজীবনে প্রকৃতি, পাহাড় ও সমুদ্রের প্রভাব	গোলাম ফারুক হামিম	আফরোজা বুলবুল	২৮/০৭/১৮
৮	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : শিক্ষাদর্শন	সাহিদুল ইসলাম	হাবিবুর রহমান প্রশান্ত ডেভিড সাধু খাঁ	১৫/০৯/১৮
৯	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : মহব্বত তত্ত্ব	শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী		০৬/১০/১৮
১০	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : ছুফীদর্শন	ড. এসএম খলীলুর রহমান	কামরান চৌধুরী	২৪/১১/১৮
১১	খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) : পত্র যোগাযোগতত্ত্ব	আ. শ. ম. বাবর আলী	আনছার আলী ফকির	২৭/১২/১৮

কখনো ভরা পূর্ণিমায়, কখনো ঘোর অমাবস্যায়, স্নিগ্ধ ভোরে, ঝড়ের রাতে, গোধূলীর মায়াবী ক্ষণে, গভীর রজনীতে, তাপদাহ দুপুরে তিনি অবলোকন করেছেন সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে স্রষ্টার অপার কৃপা এবং অস্তিত্ব। গবেষক তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখছেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রকৃতিকে যতই দেখেছেন ততই প্রকৃতিকে জানার তৃষ্ণা তাঁকে করেছে চির অনুসন্ধিৎসু, বানিয়েছে প্রেমিক, শিখিয়েছে ক্ষুদ্রতা পরিহার করে প্রকৃতির মতোই চরম ঔদার্যে সকলকে আত্মস্থ করে এগিয়ে যেতে।

স্রষ্টার সকল সৃষ্ট বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন।

শিক্ষা দর্শন বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন মো: সাহিদুল ইসলাম, হেড অব এডুকেশন প্রোগ্রামস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিসেবে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)'র নাম সর্বজন বিদিত। দীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল সংস্কার সাধন করে গেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তান সরকারের Education System Reconstruction কমিটিকে তাঁর দেয়া পরামর্শ: Calcutta Univeryity Commission Report 1917-1919 "টিচার্স ম্যানুয়েল" ও "শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান" গ্রন্থদ্বয় এবং কিছু প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দর্শন সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষাভাবনা ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ এবং সেই মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। সাধারণ নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সাধারণের ধারণায় থাকবে প্রেম, ত্যাগ ও সেবার মহান আদর্শ। মানুষের সব মূল্যবোধ বিবেচিত হবে আদর্শের মানদণ্ডে। তাঁর মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- 'মনুষ্যত্ব লাভ'।

ছুফী দর্শন। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন প্রকৃত ছুফী। এই বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেছেন ড. এস এম খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। গবেষক তাঁর গবেষণায় বলছেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে ছুফী দর্শন বা সুফিবাদ বলে। হজরত ইমাম গাজ্জালি (র.)-এর মতে আল্লাহ ব্যতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহতে নিমগ্ন হওয়ার নামই সুফিবাদ। আরবি 'সুফ' অর্থ পশম আর তাসাওউফ অর্থে পশমি বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) এর বিশেষ কিছু সাহাবী বাড়িঘর ও জাগতিক সকল বিষয় বিসর্জন দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে দীনি শিক্ষা ও দীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করে মসজিদে নববী এর বারান্দায় অবস্থান করতেন, যারা আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত। আসহাবে সুফার নামের সাথে মিল রেখে তাদের 'সুফি' তথা আসহাবে সুফফার অনুসারী নামে ডাকা হতো।

পত্রযোগাযোগ তত্ত্ব: পত্রের আরবী হলো রিসালাহ, বহু বছন রাসায়েল; নবী রসুলগণ রিসালাহ বা পত্র নিয়েই ধরাধামে এসেছিলেন। মাকতুব অর্থ পত্র, মাকতুবাত অর্থ পত্রাবলী। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর 'পত্রযোগাযোগ তত্ত্ব' বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন আ.শ.ম. বাবর আলী, কনসালটেন্ট (প্রকাশনা), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। গবেষক লিখেছেন, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের উদ্দেশ্যে লেখা অনেক পত্রে সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সমাজ-সংলগ্ন এই অধ্যাত্ম সাধকের ছিল অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা। যার অন্যতম প্রধান ফসল 'আহ্ছানিয়া মিশন'। মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার বীজ উপ্ত করার জন্যে এবং অধ্যাত্মসাধনার সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক ভক্তকে লেখা পত্রে তিনি বলেন, 'নলতা গ্রামে একটি 'মিশন' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষ ও মহিলা, বালক ও যুবক, সকলেই ইহার মেম্বর হতে পারে।' মিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এক ভক্তকে বলেন এভাবে, 'দয়াময়ের রহমতের সীমা নাই। আমার বিশ্বাস এই মিশন এককালে সারা বিশ্বে বিরাজ করবে।' মানবজীবনের আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়ে তাঁর ভক্তদের কাছে লেখা চিঠিগুলো আমরা মানবজীবনের আদর্শ দিকনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

মব্বত তত্ত্ব। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর 'মহব্বত তত্ত্ব' বিষয়ে গষেণাপত্র তৈরি করেন মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম। সর্বশেষ এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮। এই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, মহব্বত, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা খোদা প্রদত্ত প্রকৃতিরই অংশ। মহব্বত বা ভালোবাসা মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। মানবীয় গুণাবলী বিকাশে ও উত্তম মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বা সুকুমারবৃত্তির অর্জনের মূলেও রয়েছে– বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। সৃষ্টি কুল কায়েনাত ভালোবাসার ফল।

সর্বোচ্চ প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ প্রয়োজন। সর্বস্ব ত্যাগ প্রেম ছাড়া সম্ভবপর নয়। দুনিয়া-আখিরাতের সকল অর্জন প্রেম দ্বারাই সম্ভব। সূফী সাধকগণ প্রেম বলেই নিজেকে বিলীন করে দিয়ে অমর হয়েছেন। যেমন: হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) নিজেকে প্রকাশ করেছেন এভাবে- "আমি ত দীন-হীন, নাচিজ, নাপাক, আমার কথার মূল্য নাই, আছর নাই, কিংবা এরূপ পবিত্রতা নাই যে, সেই পূত দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।" (ভক্তেরপত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্রসংখ্যা: ১০০, পৃষ্ঠা: ৭১)।

"মহব্বতের কি দূরত্ব আছে? তোমার নিকটে ত কত বন্ধু আছে, কিন্তু তাহাদের জন্য মনের তড়প কতখানি আসে? এই তড়পই অমূল্য ধন। মহব্বতের রাহে আপনাকে না হারাইলে মাহবুবকে পাওয়া যায় না। তাই বলি, রোদনকে বরণ কর, খোদার দরবারে শোকরিয়া আদায় কর, জায়নামাজে লুটিয়া যাও, তাঁহারই পদরাজিতে হৃদয়খানি পাতিয়া দাও। জানিবে, বিচ্ছেদে মহব্বত পুষ্ট হয়, মিলনে তাহার হ্রাস হয়; শারীরিক মিলনের সাধ মন হইতে উঠাইয়া দাও, তবেই আধ্যাত্মিক মিলন হইবে।"

"মহব্বতই মানুষকে মুহূর্তে ইহলোক হইতে পরলোকের আস্বাদ দানে সমর্থ। এই পৃথিবীতে মহব্বত অপেক্ষা মূল্যবান কোন বস্তু নাই। ইহার দ্বারাই মানুষ পৃথিবীকে বেহেশতে পরিণত করিতে পারে।" (ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্র সংখ্যা: ১৭২, পৃষ্ঠা: ১১১-১১২)।

মুফতি শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, সহকারী পরিচালক, আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সুফীজম

মানব সেবার পরিধি ও কাঠামো শীর্ষক সেমিনারে অধ্যাপক ড. শাহ্ কাউছার মুস্তফা আবুল উলায়ী বক্তব্য দিচ্ছেন

মানবসেবার পরিধি ও কাঠামো

রাজকুমার সাধুখাঁ ॥ সাইফুল ইসলাম

১. সমগ্র মানবজাতির সেবাই মিশনের ব্রত

স্রষ্টা যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করেছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও সৃষ্টের সেবার কথা। কাজেই কোনো জাতিকে, কোনো সম্প্রদায়কে, কোনো ধর্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। সকলের প্রতি সহনশীলতাই হবে মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কোনো জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মকে হেয় মনে করে না, যেহেতু প্রত্যেক বান্দার মধ্যে খোদার নূর বা শক্তি নিহিত আছে। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে সমগ্র জাতি, সমগ্র ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৎ, তাদের খেদমত করলে খোদার সন্তুষ্টি সাধিত হয়। সারা ভু-মণ্ডল এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই সমগ্র ভু-মণ্ডলের সেবা- প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টারই সেবা। সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণে আত্মনিবেদিত একজন আদর্শ মহান ব্যক্তি ছিলেন হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'র মূলাদর্শে মানুষে মানুষে একতা ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধনে যে আহ্ছানিয়া মিশন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটা ছিল তাঁর সারা জীবনের কর্ম ও সাধনার ফসল। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং মানবসেবায় মিশনের বহুমাত্রিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

২. মানবসেবার ব্রত নিয়ে মিশন প্রতিষ্ঠা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ নলতা শরীফে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন ও নিঃস্বার্থে পরোপকারে ব্রতী হন এবং প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করতে উপদেশ দেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ ও মানুষের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উলব্ধি করার পরামর্শ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন প্রতিষ্ঠাতার প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও আদর্শের আলোকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর অবস্থানগত পরিবর্তনে জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসেবায় নিরলসভাবে কাজ করছে বিশেষভাবে নারীদের পশ্চাৎপদতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন নিপীড়িত মানব সমাজ-

সংলগ্ন অধ্যাত্ম সাধক। একই সঙ্গে তার মধ্যে ছিল অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করতে হবে এবং সকল সৃষ্টিকে ভ্রাতৃবৎ গণ্য করতে হবে। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সেবাই হবে আমাদের পরম কর্তব্য। স্রষ্টার সৃষ্টিকে সেবা করলেই তার সন্তুষ্টি সাধিত হবে। সন্তানকে ভালোবাসলে মাতা-পিতার সন্তুষ্টি সাধিত হয়। সেরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক জীবকে এমনকি প্রত্যেকটি জড় পদার্থকে ভ্রাতৃবৎ মনে করা অপরিহার্য।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ধর্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু নিজে নন, এ ধরনের অসাম্প্রদায়িক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি তাঁর ভক্তকুলকে। তাই কোরআনের বাণী ও পরমহংসের উক্তি'র ঐক্যকে অভিনন্দিত করতে তাঁর বাধেনি।

৩. মানব সেবার পরিধি সার্বজনীন

শিক্ষাবিদ ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনায় যেভাবে ফুটে উঠেছে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ধর্মপ্রাণ ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু নিজে নন, এ ধরনের অসাম্প্রদায়িক জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি তাঁর ভক্তকুলকে। তাই কোরআনের বাণী ও পরমহংসের উক্তি'র ঐক্যকে অভিনন্দিত করতে তাঁর বাধেনি। এছাড়া বহু মনীষী, শিক্ষাবিদ তাঁকে আধ্যাত্মিক পুরুষ, কেহ পীর, কেহ মানবতাবাদী, কেহ আধুনিক শিক্ষার অগ্রদূত, কেহ ইসলামিক চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। (আ.শ.ম. বাবর আলী, দীপ্তপ্রভায় আলোকিত মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.), পৃষ্ঠা: ২৩২)।

দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহা ও মানব সেবার মহান ব্রত নিয়েই উপমহাদেশের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে মুসলিম সমাজে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর আবির্ভাব ঘটে ছিল; আর বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে ঘটেছিলো তাঁর জীবনের সফল পরিণতি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) গভীর মানবপ্রেম ও বন্ধন রচনা করে সমাজ গড়তে চেয়েছেন এবং সে অর্থেই নিজেকে উৎসর্গ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। মানবসেবার মহানব্রতে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

৪. মানব সেবার ক্ষেত্র

মিশনের 'মুখ্য উদ্দেশ্য' নির্ধারণের মধ্যে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মানবসেবার দায়বদ্ধতার উদাহরণ মেলে। তিনি যে একটি ভালোবাসাময় সমাজ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক সৃষ্টির কামনা করতেন তা মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মন ও ভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানুষের সেবা করার মধ্যেই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করেছেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি শহরে বসবাস করেছেন। কিন্তু সে জীবন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি পল্লীর কোণে আশ্রয় নেন এবং এখানে বসে মানুষের সেবা করাকে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কেবল শিক্ষা বিস্তার বা সংস্কারেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি, মানবকল্যাণ ও উন্নয়নে তিনি নিজকে ব্যাপৃত করেছিলেন। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'বেকার হোস্টেল', মোসলেম ইনস্টিটিউট, 'টেলার হোস্টেল', কারমাইকেল হোস্টেল প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে। রাজশাহীর 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল পরম কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করবে।

"খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের মৌলিক ধারণা বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলো ছিল গতিশীল, অসাম্প্রদায়িক এবং সময়োপযোগী। সময়, বিশ্বপ্রেক্ষিত, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার। তাই সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, স্বধর্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধন এবং সর্বোপরি মানব সেবার পরিধি ছিল অপরিসীম।" (ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, পৃষ্ঠা: ১০৪ ও ১০৬)।

৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর সেবাজীবন বিশ্লেষণ

গভীর ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মনীষী হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সমাজের দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সে সময়ে, ভিক্ষালব্ধ অর্থে দারিদ্র্যবিমোচনের এমন উদ্যোগ কেবল বিরল নয়, অভিনবও বটে। ৩৩ বছরের চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর পরবর্তী সময়ে তিনি স্বদেশবাসীর 'রুহানী খেদমত' এবং সমাজ সেবার জন্য 'আহ্ছানিয়া মিশন' গড়ে তোলেন যা বর্তমানে মানবকল্যাণ ও বহুমুখী সেবায় অবদান রেখে চলেছে। আহ্ছানিয়া মিশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অনেকখানি জুড়ে ছিল দুস্থ ও পীড়িত ব্যক্তিদের নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান। তিনি তাঁর ভক্তের পত্রে তাইতো আকুতি জানিয়েছেন- ''প্রতিবেশী, দুস্থ, পীড়িত, ক্ষুদিত জীবের খবর লইবে, তাহাদের দুঃখ মোচন করিবে। হিন্দু, মোসলেম, খৃষ্টান ও জীবজন্তু- ছাগল, গরু, কুকুর, বিড়াল, পক্ষী সকলের প্রতি সহানুভূতি করিবে, এমন কি বৃক্ষ, লতা, জড়, অজড় সকলের প্রতি সদয় থকিবে।" তিনি ভক্তের পত্রের আরেকটি পত্রে তার এক ভক্ত অনুসারীকে লিখেছেন- "তাহারই ওয়াস্তে সমগ্র জীবের খেদমত কর, নিকৃষ্ট জীবকে ঘৃণা করিও না, পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া করিও, দরিদ্রের অশ্রু-জল নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া দিও, কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ গণনা করিও না, প্রেমময়ের ইয়াদ ব্যতীত একটি শ্বাসও নিক্ষেপ করিও না।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র., ভক্তের পত্র)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বাস্তব জীবনের প্রতিটি পর্বে নিত্য

নতুন ভূমিকায় ও ভাবদর্শনে আবির্ভূত হয়েছেন। চাকরি জীবন থেকে অবসরের পর তিনি শুরু করেন বাস্তব জীবনের আর এক অভিনব অধ্যায়। তাঁর ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবন তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন: জন্ম থেকে শিক্ষা জীবন; সরকারী চাকুরি জীবন; এবং সংসার ধর্ম থেকে অবসর নিয়ে তাঁর 'নলতা জীবন', যা দৃশ্যত আধ্যাত্মিক বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও তখনও তিনি জনজীবনের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন। মানুষ সম্পর্কে তাঁর একান্ত ভাবনা ও বিবেচনার নির্যাস হলো `The heart of mankind is the temple of God'। এটা তিনি জানতেন এবং মানতেন বলে তাঁর উক্তি আর উপলব্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনে থাকতেন সদা সচেতন - ঐশী প্রেমই সব সমস্যার সমাধান।

৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর সমাজ চিন্তা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর কর্মকাণ্ড সর্বদাই জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধে ছিল। তিনি মূলত একটি বৈষম্যহীন সমাজেরই স্বপ্ন দেখতেন। তাইতো তিনি বলেছেন- "প্রত্যেকটি মানব ভ্রাতৃস্বরূপ; পুত্রকে অনাদর করিলে যেমন পিতা-মাতার বিরাগভাজন হইতে হয়, সেইরূপ কোনো মানবকে ঘৃণা বা অনাদর করিলে স্রষ্টার বিরাগভাজন হইতে হয়। সূর্য্য এবং বায়ূ সমগ্র পৃথিবীকে সমভাবে সেবা করে; কেবল কোন জাতি বিশেষকে সেবা করে না। সেইরূপ প্রত্যেক সৃষ্টের পরস্পরকে সমচোখে দেখা ও সমভাবে সেবা করা কর্ত্তব্য, সে যে জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন। আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের সেবা করা এবং স্রষ্টার মহব্বত লাভ করা।" (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা র. রচনাবলী)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন এমনি এক মানবহিতৈষী ব্যক্তিত্ব যিনি সমকালীন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, সমাজ-ভাবুক ও আধ্যাত্মচেতনার সিদ্ধপুরুষ। শিক্ষাবিস্তার, সমাজভাবনা, ব্যক্তিজীবনের বিকাশ, অনুশীলন ও সাধনা, সাহিত্যচর্চা, সৃষ্টি-রহস্যের অন্বেষা তাঁর জীবনভর সাধনারই এক এক অধ্যায়। তিনি দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন।

শিক্ষাচিন্তায় ও সমাজভাবনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সেবার আদর্শের বিকাশ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নারী শিক্ষা ও অধিকার উন্নয়নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ভাবনা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর সব কিছুর মূলে ছিল- মানুষের সেবা, শিক্ষার সেবা ও সংস্কৃতির সেবা। এই লক্ষ্যেই তিনি ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন আহ্ছানিয়া মিশন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন মিশনারি মনের মানুষ, স্বল্পভাষী এবং নীরব কর্মী। নীরবে কাজ করে একটি পশ্চাদমুখী জরাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে কীভাবে বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনা যায়, তাঁর এক উজ্জ্বল এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবনধারা" মূলত তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবৃতি নয়, বরং সৃজনশীল এক কর্ম সাধকের জীবনালেখ্য। 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এই দর্শনের ভিত্তিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর সমাজ ভাবনার বিকাশ ও বাস্তবায়ন। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, আর সেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ তথা মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা ছিল তাঁর জীবনসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিশনের যাবতীয় মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে আধ্যাত্ম সাধনার একটি যোগসূত্র নির্মাণ করাই হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র একান্ত ইচ্ছা ছিল। আহ্ছানিয়া মিশনকে তাই পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মবোধক হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্যে তার জীবন দর্শনকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের জন্য হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আজীবন কর্মসাধনা করে গেছেন। তার এই সাধনা ও আদর্শকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দারিদ্র্যবিমোচনে বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৭. উপসংহার

মানবজাতির কল্যাণের আলোকবর্তিকা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই ধূলির ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, দেশ বরেণ্য সমাজসেবক, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছুফী সাধক, সাহিত্য সাধক এবং জননন্দিত জ্ঞান তাপস খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমানদের অহংকার এবং সমকালীন আলোকিত মানুষ। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন একজন অপূর্ব বিনয়ী মানুষ। তিনি তার কর্মের মাধ্যমেই আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। শিক্ষা সংস্কার ও সম্প্রসারণ, সমাজ উন্নয়ন, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে যে অবদান রেখেছেন তার জন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন ছিল একজন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। আর সে জীবনের মূল রহস্য ছিল মানবসেবায় ব্রতী হওয়া। তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত একজন যুগশ্রেষ্ঠ মানুষ; সমাজ ও মানব জাতির কল্যাণ কামনায় মগ্ন ছিলেন তিনি। আমরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব অনন্তকাল পর্যন্ত।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও সাধক পুরুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মানবসেবার পরিধি ও কাঠামোর অর্থবহ বাস্তবায়ন ঘটেছে মানব কল্যাণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে। প্রশংসনীয় কার্যক্রমের জন্য মিশন এ পর্যন্ত অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। মিশনের সামগ্রিক সফল্যের মূলে রয়েছে মিশন প্রতিষ্ঠাতার ভাবনা ও আদর্শ এবং এর প্রতিফলন ঘটেছে মিশনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা ও জনাব কাজী রফিকুল আলমের সফল, নিঃস্বার্থ ও গতিশীল নেতৃত্ব।

রাজকুমার সাধুখাঁ, *উপপরিচালক, প্রেসিডেন্ট'স সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*
সাইফুল ইসলাম, *কোঅর্ডিনেটর, বি স্কিলফুল প্রজেক্ট, টিভেট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

তথ্যসূত্র:

১. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
২. আমার জীবন-ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৩. ভক্তের পত্র, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)।
৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তাঁর কর্মসাধনা, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।
৫. দীপ্তপ্রভায় আলোকিত মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.), আ. শ. ম. বাবর আলী।
৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।
৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবনদর্শনের মূলকথা: স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা, ড. এম. এহ্ছানুর রহমান।
৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): একান্ত অনুভব, ড. গোলাম মঈনউদ্দিন।
৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.): রচনাবলী।

ফুল দিয়ে স্বাগতম

সংগীত পরিবেশন

মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

মিশন সভাপতিকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন মিশন নির্বাহী পরিচালক

মিশন পরিবারের শিশুদের নৃত্য পরিবেশন

২০১৮ সালের শ্রেষ্ঠ কর্মী ঘোষণায় তাৎক্ষণিক অনুভূতি প্রকাশ

প্রদর্শনী দেখছেন মিশন সভাপতি

সমবেত সংগীত পরিবেশন

ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯ উদযাপন

ইংরেজি নববর্ষ ২০১৯ উদযাপন করা হয় যথারীতি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে। ১ জানুয়ারি সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই একে একে সকলে আসতে থাকেন উৎফুল্ল চিত্তে। দাপ্তরিক পোশাক বাদ দিয়ে উৎসবের পোশাক পরে একদল কর্মী বরণ করে নেন অন্যান্য কর্মীদের। হাসিমুখে এ বরণ কখনো পুস্পবৃষ্টি আবার কখনো একটি রঙিন গোলাপের। ২০১৯ কে স্বাগত জানিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও জানুয়ারি প্রথম দিনেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজন করে অর্ধদিনব্যাপী অনুষ্ঠান।

পুরো অনুষ্ঠান দুইভাগে ভাগ করা হয়। উদ্বোধনী পর্ব ও সাংস্কৃতিক পর্ব। উদ্বোধনী পর্বে মিশন সভাপতি কাজী রফিকুল আলম ও নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক। উৎসাহমূলক বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম বলেন, আমরা এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি তার সবটাই করেছি সবাই মিলেমিশে। মিশনের অর্জন সবার অর্জন। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের। ভবিষ্যতেও যা করব সবাই সিলেমিশে করব। আপনারা আসলে এখানে চাকরি বরেন না। আপনারা সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। মানুষের সেবা, প্রকৃতির সেবা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যেমন বলেছেন 'স্রষ্টার এবাদত সৃষ্টের সেবা।' এ আদর্শকে ধারণ করেই আমরা আমাদের পথচলা অব্যাহত রাখব।

সাংস্কৃতিক পর্বে মিশন কর্মী ও তাদের সন্তানদের অংশগ্রহণে ভাবনা সংগীত, লোকগীতি, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক, নৃত্য, গেইম শো এবং র‌্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি দর্শকদের মন জয় করে। র‌্যাফেল ড্রয়ের ভাগ্যবান বিজয়ীরা সবার সঙ্গে বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেন।

এবারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো 'ক্লাব ২৫' গঠনের ঘোষণা এবং সদস্যদের পরিচিতি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে যাদের কর্মজীবন ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তারাই এ ক্লাবের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। ক্লাবের কর্মসূচি সদস্যরা সভা করে নির্ধারণ করবেন। মিশনের কর্মীরা আগ্রহী রইলেন ক্লাব ২৫ এর সদস্যরা নতুন কী কার্যক্রম নিয়ে আসেন তা জানতে।

ক্লাব ২৫ এর সদস্যবৃন্দ

জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৯

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জীবনব্যাপী শিক্ষা

নাফিজ উদ্দিন খান

শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন

ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার ইনচার্জ সান লি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'মৌলিক মানবাধিকার, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ইউনেস্কোর অগ্রাধিকার খাত। জীবনব্যাপী শিক্ষা হচ্ছে সকল উন্নয়নের মূল এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ এর (SDG-4) কেন্দ্রবিন্দু।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল) এর উদ্যোগে ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

ঢাকার তেজগাঁয়ে অবস্থিত আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যান্ডারস হোম এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার ইনচার্জ সান লি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং-এর পরিচালক প্রফেসর অশোক ভট্টাচার্য্য।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি বলেন, 'একবিংশ শতাব্দিতে ব্যাক্তি ও সমাজ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো জীবনব্যাপী শিক্ষা।' তিনি বলেন, 'সমাজ উন্নয়ন রূপান্তরের জন্য শিক্ষা হলো একটি ইন্স্ট্রুমেন্ট, শিক্ষাকে শুধুমাত্র ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে না গ্রহণ

করে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা দরকার।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭২ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে।' তিনি ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কমিশন রিপোর্টে একবিংশ শতাব্দির জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এখনও পর্যন্ত জীবনব্যাপী শিক্ষা যথাযথ প্রসার লাভ করে নি।' তিনি জীবনব্যাপী শিক্ষার উত্তোরোত্তর উন্নতি প্রত্যাশা করে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দেশের শিক্ষা উন্নয়নে যা করা প্রয়োজন, আমরা তা করব। যারা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়তা করতে চান, আমরা তাদের গুরুত্ব দেব। তিনি বলেন, 'আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আগামীতে আরও এগিয়ে যাবে।'

সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে অস্ট্রিয়া, ভারত, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও মাল্টা থেকে আগত জীবনব্যাপী শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ তাদের দেশে বাস্তবায়িত জীবনব্যাপী শিক্ষার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে ১৯৭২ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে।' – শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রীকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডাম সভাপতি

সম্মানিত অতিথি ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যান্ডারস হোম তার বক্তব্যে জীবনব্যাপী শিক্ষাক্ষেত্রে ডেনমার্কের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, 'বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে সামগ্রিক উন্নয়নে জীবনব্যাপী শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।'

সম্মানিত অতিথি ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের অফিসার ইনচার্জ সান লি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'মৌলিক মানবাধিকার, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ইউনেস্কোর অগ্রাধিকার খাত। জীবনব্যাপী শিক্ষা হচ্ছে সকল উন্নয়নের মূল এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৪ এর (SDG-4) কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে জীবনব্যাপী শিক্ষা ইউনেস্কোর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের জন্য উপযোগী জীবনব্যাপী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির ভাষণে কাজী রফিকুল আলম সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, জীবনব্যাপী শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এই প্রথম বাংলাদেশে জীবনব্যাপী শিক্ষা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং সম্মানিত অতিথিসহ সম্মেলনে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও মাল্টা থেকে প্রায় দুইশতাধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ৫০টির বেশি প্রবন্ধ জমা পড়ে এবং এর মধ্যে ২৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে অস্ট্রিয়া, ভারত, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও মাল্টা থেকে আগত জীবনব্যাপী শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ তাদের দেশে বাস্তবায়িত জীবনব্যাপী শিক্ষার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বাংলাদেশেরও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম.এহছানুর রহমান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র শিক্ষাদর্শন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। "বাংলাদেশে জীবনব্যাপী শিক্ষা" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক প্রফেসর (ড.) মনজুর আহমেদ। "বৈশিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক জীবনব্যাপী ও অব্যাহত শিক্ষা" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পিটার মাইয়ো।

অন্যান্য যেসব বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয় সেগুলো হলো- জীবনব্যাপী শিক্ষার গ্রুন্ডভিগের ধারণা, জীবনব্যাপী শিক্ষার টেগর, গান্ধী ও ফ্রেইরি'র ধারণা, জীবনব্যাপী শিক্ষায় সিটিজেন এডুকেশন, জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভোকেশনাল ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষায় নারীর ন্যায্যতা।

নাফিজ উদ্দিন খান, *প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লাইফলং লার্নিং (বিআইএলএল)*

খালেদ-মনসুর ট্রাস্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে ৯ তলা বিশিষ্ট ভবনের প্রথম তৃতীয় তলার কার্যক্রমের উদ্বোধন

যাত্রা শুরু হলো ডা. কে এ মনসুর-ডাম ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

খালেদ-মনসুর ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট লন্ডন প্রবাসী ডা. নাজমা করিমের বাবা ডা. কে এম মনসুরের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ডা. কে এ মনসুর- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডা. কে. এ মনসুর-ডাম টিভেট)। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাভারের আশুলিয়ায় খালেদ-মনসুর ট্রাস্ট ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত ৯ তলা বিশিষ্ট ভবনের প্রথম তৃতীয় তলার কার্যক্রম শুরু হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, খালেদ মনসুর ট্রাস্টের ট্রেজারার আসমা হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান, জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা, টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) পরিচালক মো. শাহজাহান মিঞা, স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আখতারুজ্জামান, মার্কেটিং ম্যানেজার আনিসুল কবির জাসির, টিভিইটি'র উপাধ্যাক্ষ এ এম এম নাজমুল হক, রাকিব ট্রেড কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট, খালেদ মনসুর ট্রাস্টের প্রতিনিধি স্থপতি মোশাররফ খানসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, আমরা এ ধরনের যৌথ উদ্যোগকে প্রশংসা জানাই। ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি, ট্রাস্ট বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজে এগিয়ে এলে কর্মমুখী শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ২৫টি বিষয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপ-প্রধানদের সাথে এক কর্মশালার আয়োজন করে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশন (সিইসি)। কর্মশালায় 'আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মূলমন্ত্র ও এর প্রয়োগ এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর নৈতিকতার ওপর বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান। সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর জীবন দর্শন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাঁর (খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা) জীবন ও দর্শনের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উন্মুক্ত আলোচনায় সিনেড-এর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীদের নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন মিশন প্রেসিডেন্ট

সিইও শাহনেওয়াজ খান শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কোড অব কন্ডাক্ট নির্ধারণ এবং সেগুলো মেনে চলার প্রতি জোর দেন। সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের ওপর উপস্থাপনা করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। নৈতিকতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মিডিয়া কনসালটেন্ট চিন্ময় মুৎসুদ্দী। কর্মশালায় একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য গ্রুপ ওয়ার্ক পরিচালনা করেন সিইই-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মো. সাইফুজ্জামান রানা।

‘বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নীতিশাস্ত্র’ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

‘বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নীতিশাস্ত্র’ বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের (বিএস) ও সেন্টার ফর এথিকস্ এডুকেশনের (সিইই)-এর যৌথ উদ্যোগে ‘বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নীতিশাস্ত্র’ বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি ৪ মার্চ ২০১৯ আগারগাঁওস্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্স-এর প্রেসিডেন্ট ড. কাজী আব্দুল ফাত্তাহ। সেমিনারে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়। ‘বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নীতিশাস্ত্র’ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের এক্সপার্টিয়েট ফেলো প্রফেসর ড. এম আতাউল করিম। ‘কৃষি গবেষণায় নীতিশাস্ত্র’ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির উদ্যানপালন বিভাগের প্রফেসর ড. এম এ রহিম। ‘মেডিকেল রিসার্চ এথিক্স’ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো ও আইসিডিডিআরবি’র ইমেরিটার্স সায়েন্টিস্ট ড. ফেরদৌসি কাদরী। সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. নাঈম চৌধুরী। সিইই-এর পরিচিতি তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের পরিচালক মিজানুর রহমান।

পুরস্কৃত হলো ডামের শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি

রাজধানীর পল্লবীতে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ মিলনায়তনে ‘বেস্ট ইউসিএলসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৮’ অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ীরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) শিক্ষা সেক্টরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অনন্য অবদান রাখায় ‘বেস্ট ইউসিএলসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৮’ প্রদান করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ঝরেপড়া ও স্কুল বহির্ভুত শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান, জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাস, সামাজিক উদ্যোগ, বিদ্যালয় সঠিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীর সহশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে মিশন পরিচালিত ইউসিএলসিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (ইউসিএলসি) নির্বাচন করা হয়। এসব সূচকের ওপর ভিত্তি করে ২০১৮ সালে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করে যথাক্রমে মোহাম্মদপুরের রংধনু ইউসিএলসি, মিরপুরের নয়নতারা ও জ্যোতি ইউসিএলসি। ঢাকার পল্লবীতে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ মিলনায়তনে সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ডামের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলোকন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম মাহবুবুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ড. এসএম খলিলুর রহমান, সিনেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শাহনেওয়াজ খান, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সাইদ আলী এবং এআইআইসিটির অধ্যক্ষ কাজী শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাম শিক্ষা কর্মসূচির হেড মো. সাহিদুল ইসলাম।

শেষে ইউসিএলসির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ইউগ্লেনা বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা, ডাম ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, ডাম শিক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের কর্মকর্তারা, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ ও ইউসিএলসির শিক্ষক এবং অভিভাবকরা।

নীতি-নৈতিকতা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠন

আহ্ছানউল্লার যুক্তি ও মতামত শত বছর পরও বিশ্লেষণের দাবি রাখে

নীতি-নৈতিকতা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠন বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শফিউল আলম

শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম ও চরিত্র গঠন নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) যে মতামত ও যুক্তি প্রদর্শন করেছেন আজ শতবর্ষ পরও তা গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

গৃহশিক্ষাকে তিনি চরিত্র গঠনের সুতিকাগার হিসেবে মনে করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠন বিষয়ে এক আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধকার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা এ কথা বলেন।

তিনি তার প্রবন্ধে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর বাণী উল্লেখ করে বলেন, নীতি হলো নিয়ম বা আইন অথবা প্রথা। নৈতিকতা ধর্ম থেকে উৎসারিত। বিবেক-বিবেচনা, সততা, কর্তব্যপরায়ণতাকে নৈতিকতার মাপকাঠি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনেডের সিইও শাহনেওয়াজ খান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শফিউল আলম বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) উদার নৈতিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি বাস্তবতাদী ছিলেন। ইহজাগতিক ও পারলৌকিক বিষয় তাকে আকর্ষণ করত। তিনি ছিলেন সবসময় উদারপন্থি।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিশনের পরিচালক কাজী আলী রেজা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক সৈয়দ মুস্তাফীজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও আউস্টের শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফাতেমা খাতুন ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

কমনওয়েলথ ডিজিটাল এডুকেশন লিডারশিপ প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (সিনেড) আয়োজনে কলেজ শিক্ষকদের জন্য ৩ দিনব্যাপী কমনওয়েলথ্ ডিজিটাল এডুকেশন লিডারশিপ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে দেশের ২০টি মহাবিদ্যালয় থেকে ৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন

২৪ জানুয়ারি ২০১৯ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে কমনওয়েলথ অব লার্নিং কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৭টি ই-মডিউলভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। 'কমনওয়েলথ্ অব লার্নিং' ও বাংলাদেশ সরকারের 'এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)' প্রোগ্রামের সহায়তায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সবুর খান।

প্রধান অতিথি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, শিক্ষকরাই নতুন প্রজন্ম তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই শিক্ষকদের সর্বদা শেখার মধ্যে থাকতে হয়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সিনেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনেওয়াজ খান। আরও বক্তব্য রাখেন এটুআই কর্মসূচির ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ফারুক আহমেদ এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেসের ডিন প্রফেসর ড. মুস্তফা আজাদ কামাল। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। প্রশিক্ষণে দেশের ২০টি মহাবিদ্যালয় থেকে ৩০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

ইউনিক-২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় সেমিনার

৩০ মার্চ ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাথমিক শিক্ষায় অনুসরণীয় উদাহরণ-অভিজ্ঞতা বিনিময় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেমিনারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর বাস্তবায়িত ইউনিক ২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্প থেকে চারটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করা হয়। মনোগ্রাফগুলো হলো প্রাক-শিখনে মাতৃভাষা শিক্ষা, শিক্ষার্থীর যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন, পারিবারিক জীবন শিক্ষা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের মহাপরিচালক মো. শাহ আলম এবং সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মসূচি ভারপ্রাপ্ত পরিচালক গোলাম ফারুক হামিম। অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিসহ ১৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান।

ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের শেষ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত। সভায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান উপস্থিত থেকে প্রকল্পটি সঠিকভাবে সমাপ্ত করার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডামের পরিচালক কর্মসূচি (ভারপ্রাপ্ত) ও ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্পের পরিচালক গোলাম ফারুক হামিম। উপস্থিত ছিলেন ডাম এডুকেশন সেক্টর হেড মো. সাহিদুল ইসলাম, ওয়াশ সেক্টর হেড মো. কলিমুল্লাহ কলি এবং ইউনিক প্রকল্পের সহকর্মীবৃন্দ।

মিরপুরে মিশন প্রতিষ্ঠাতার ওফাত দিবস পালন

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত রংধনু ইউসিএলসিতে সিএমসি কমিটি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে রংধনু ইউসিএলসি প্রাঙ্গণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতার ওফাত দিবস উপলক্ষে দোয়া ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. এম মাহবুবুল হক, চেয়ারম্যান, আলোকন ট্রাস্ট ও সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মো. আকমল হোসেন, অধ্যক্ষ, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মো. ফরিদ আহমেদ, অধ্যক্ষ, ফিরোজা বাসার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নারায়ণ চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক, বেঙ্গলী মিডিয়াম হাই স্কুল, প্রশান্ত ডেভিড সাধুখাঁ, প্রকল্প সমন্বয়কারী ড্যাম, শাহিনা আক্তার।

কেমন করে চলবে ইশকুল

ইউনিক-২ মেইনস্ট্রিমিং প্রকল্প এরিয়া ও রিজিয়ন পর্যায়ে সকল কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও ২৪৬টি শিশু শিখন কেন্দ্র চালু রয়েছে। ২৬টি জেলায় ৪২৩০ শিশু শিখন কেন্দ্র থাকলেও পর্যায়ক্রমে সকল সিএলসি কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করা হয। মাঝে বর্তমানে ২৪৬টি শিশু শিখন কেন্দ্র বা ইশকুল কমিউনিটির মাধ্যমে চালু রয়েছে। কমিউনিটি নিজ উদ্যোগে এই স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে, ইশকুল চালনার জন্য সকল ব্যয়ভার বহন করছে।

২০১৮ সালে প্রকল্পটি ৩০টি এলাকা অফিসের মাধ্যমে ১০০০ শিশু শিখন কেন্দ্র চালু রাখে এবং জানুয়ারি ২০১৯ সালের মধ্যে এই সকল কেন্দ্রের শিক্ষার্থীকে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে মেইনস্ট্রিমিং করা হয়।

প্রকল্পের সকল সিএলসি কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও উক্ত কমিউনিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী শিশু থেকে যাবে। সেইসব শিশুর কথা চিন্তা করে প্রকল্পটি কমিউনিটির তত্ত্বাবধানে চলমান রাখার কর্মসূচি হাতে নেয়। ইউনিক-২ প্রকল্প এলাকায় কমিউনিটি যাতে ইশকুল চলমান রাখে সেজন্য লার্নিং রিসোর্স সেন্টার (এলআরসি) পর্যায়ে ১২৫টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

ইউনিক-২ প্রকল্পের 'কেমন করে চলবে ইশকুল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

যেখানে ১৩৭৩ জন কমিউনিটির প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। চাঁদা, দান, অনুদান, তহবিল গঠন, সঞ্চয়, স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ, বাজেট তৈরি, লাভজনক খাতে বিনিয়োগ, শিশুদের শিকত্ষা অব্যাহত রাখা, শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি, অন্যান্য সংস্থার সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য ১১৮টি এলআরসি এবং ৩৯৪টি সিএলসির নামে ব্যাংক একাউন্ট আছে। এইসব একাউন্টে জমাকৃত অর্থের মোট পরিমাণ ৪,৭৩,৩২১ টাকা যা কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

'মাদক নির্ভরশীলতার জানা-অজানা কথা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি, ডাম প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, বইয়ের লেখক ইকবাল মাসুদসহ অন্যরা

'মাদক নির্ভরশীলতার জানা-অজানা কথা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মাদকের ভয়াবহতা সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এখানে প্রতিটি মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিই ভিন্ন প্রকৃতি ও জটিলতায় আবদ্ধ। তাই মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা রোগীর ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর এই চিকিৎসার সাথে শুধু মাদকাসক্ত ব্যক্তিই নয়, সম্পৃক্ত থাকতে হয় তার গোটা পরিবার ও সমাজব্যবস্থা। এমনি এক পরিস্থিতিতে অনেক অজানা বিষয় তাদের সামনে এসে ধরা দেয় যার উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার। সিদ্ধান্তহীনতায় কেটে যায় অনেক সময়। সমাজের এমন অদেখা অথচ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হয়েছে 'মাদক নির্ভরশীলতার জানা-অজানা কথা'। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘ ২১ বছর সম্পৃক্ত থেকে অত্যন্ত ধী শক্তি দিয়ে ইকবাল মাসুদ রচনা করেছেন এই বইটি।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বইটির মোড়ক উন্মোচিত হয়। সাহিত্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি। তিনি বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ২০৪১ সালের উন্নত রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, ইয়াবার ছোবলসহ মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে মাদক নিয়ন্ত্রণ আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রয়েছে। এ বইটি মাদক নিয়ন্ত্রণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক হবে। বইটি লেখার জন্য তিনি লেখক ইকবাল মাসুদকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জামাল উদ্দীন আহমেদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. শহিদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাহিত্য প্রকাশের পরিচালক মো. মফিদুল হক।

উল্লেখ্য, এই বইয়ে অভিভাবক ও তাদের সন্তানরা মাদক নির্ভরশীলতা ও এর চিকিৎসা বিষয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীরাও দক্ষতার সাথে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

সাভার পৌরসভার সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সাভার পৌরসভার সঙ্গে সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তামাকমুক্ত মডেল পৌরসভা গঠনে এবং পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হেলথ অ্যান্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর অ্যান্ড সোশালি এক্সক্লুডেড পিপল (পেপসেপ) প্রকল্পের স্বাস্থ্যসেবা কার্ড বিতরণে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পৌরসভার মেয়র হাজী মো. আবদুল গনি এবং সভাপতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং পেপসেপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মুনিরুজ্জামান।

সাভার পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে হেলথ অ্যান্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর অ্যান্ড স্যোশালি এক্সক্লুডেড পিপল (পেপসেপ) প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ৭২ দরিদ্র সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে আরও ৪ হাজার ২৩৫ পরিবারে এ কার্ড বিতরণ করা হবে। স্বাস্থ্য কার্ড গ্রহণকারীরা সাভার এলাকার নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলার বেসরকারি হাসপাতাল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. ওয়াকিলুর রহমান, পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সেলর, সাভার পৌরসভার কর্মকর্তা এবং ওই প্রকল্পের অন্য কর্মকর্তারা ও হেলথ কার্ড গ্রহীতারা।

ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ কলেন, 'আসুন তামাকমুক্ত সাভার গড়ি' প্লার্কাডসহ পেপসেপ প্রকল্পের বিভিন্ন প্রমোশনাল লজিস্টিকস প্রধান অতিথি মেয়র হাজী মো. আবদুল গনির হাতে তুলে দেন।

পরিবারকেই করতে হবে সঠিক সহযোগিতা, ভয় নয় রাখতে হবে বিশ্বাস

পারিবারিক সভায় বিশেষজ্ঞগণ

৩০ মার্চ ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ তাদের বক্তব্যে বলেন, মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তির জন্য চিকিৎসাকালীন এবং চিকিৎসা পরবর্তীতে পরিবারকে করতে হবে সঠিক সহযোগিতা ভয় নয় রাখতে হবে বিশ্বাস। এবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদকাসক্তি একটি মস্তিকের রোগ" এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের করণীয় নিয়ে।

সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্সে এন্ড হস্‌পিটাল এর মনোচিকিৎসক সহযোগী অধ্যাপক ডা. এম এম জালাল উদ্দিন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র কাউন্সেলর এবং এডিকশন প্রফেশনাল মোঃ আমির হোসেন।

সভার শুরুতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরুজ জিহান সভার আলোচ্য বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকগণ।

রিকোভারি শেয়ারিং পর্বে মাদকাসক্ত থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত একজন নারী রিকোভারি তার সুস্থতার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সবশেষে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সকল অভিভাবককে উক্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করা হয়।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

দেশে ক্যান্সার চিকিৎসার মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ডাক্তার স্বল্পতা

সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি

ক্যান্সার চিকিৎসার মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এ রোগ চিকিৎসার জন্য অপ্রতুল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং বিশেষায়িত হসপিটাল। অথচ প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছে দেড় লাখ। পৃথিবীর যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার দ্বিতীয় মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ক্যান্সার।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, মঙ্গলবার উত্তরাস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি করে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। প্রত্যেক জেলা শহরের হসপিটালে ক্যান্সার ইউনিট চালু করা হবে। ইতোমধ্যে ঢাকায় ১ হাজার শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু এ চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার নেই।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কারণে পৃথিবীতে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার দ্বিতীয় কারণ ক্যান্সার হলেও বাংলাদেশে এর অবস্থান ৬ষ্ঠ। ক্যান্সার প্রতিরোধে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো সচেতনতা তৈরি। সচেতনতা তৈরি করতে পারলে এক তৃতীয়াংশ ক্যান্সার শুরুতেই নিরাময় সম্ভব।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ)-এর ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিসেস ও হেড অব রেডিয়েশন অনকোলজি অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী। ক্যান্সার সচেতনতার ওপর আলোচনা করেন সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং এএমসিজিএইচ-এর হেড অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও পেইন এন্ড পেলিয়েটিভ কেয়ার অধ্যাপক ডা. এ.এম.এম শরিফুল আলম। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. এম এ হাই। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) ইফতেখারুল ইসলাম।

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের রিকোভারিদের অংশগ্রহণে

রিকোভারি ডে আউট প্রোগ্রাম

"A sweeter smile, a brighter day" এই স্লোগানে ২২ মার্চ ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন এমন রিকোভারিদের অনুপ্রাণিত করতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যেগে রিকোভারি, রিকোভারিদের অভিভাবক এবং স্টাফদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী রিকোভারি ডে আউট প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামটি ফ্যান্টাসি কিংডম এ আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের যাত্রাপথের বিরতিতে সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধের গেটের সামনে "আসুন দেশকে ভালোবাসি, মাদক কে না বলি" এই স্লোগানে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মানববন্ধন করা হয়। এরপর ফ্যান্টাসি কিংডম এর আশুলিয়া রেস্টুরেন্টে আলোচনা, শেয়ারিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ফোকাল পার্সন উম্মে জান্নাত। এরপর এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ সুস্থ আছেন এ রকম দু'জন রিকোভারি তাদের সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং একজন স্টাফ তার কাজের শেয়ার অভিজ্ঞতা করেন। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন কেস ম্যানেজার মমতাজ খাতুন। এছাড়াও সকলের অংশগ্রহণে দুইটি খেলার আয়োজন করা হয়। এবং দুপুরের খাবারের বিরতির পরে অন্যতম আর্কষণীয় পর্ব র‌্যাফেল ড্র পরিচালনা করা হয়। এবং সবশেষে র‌্যাফেল ড্র ও খেলার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করার মাধ্যমে রিকোভারি ডে আউট প্রোগ্রামের প্রথম পর্ব শেষ করা হয়। এরপর সকলে ফ্যান্টাসি কিংডমের বিভিন্ন রাইডস উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সব সময় জনকল্যাণে সরকারকে সহায়তা করে।

নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে-বিআরটিএ

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ মার্চ ২০১৯ বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. মশিয়ার রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন, এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলাম, আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দুর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Gobal adult tobacco servey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লক্ষ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারণা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বোপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের মধ্যে ওয়াকিং স্টিক ও কমোড বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আয়োজনে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের মাঝে কমোড ও ওয়াকিং স্টিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০ মার্চ ২০১৯ নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নের নারান্দি শরাফাত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ছাদিকুর রহমান শামীম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মনোহরদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসসাদিকজামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাম ফাউন্ডেশনের ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ খায়রুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন মোল্লা

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ওয়াকিং স্টিক ও কমোড বিতরণ

আজগর আলী এরিয়া ম্যানেজার ডিএফইডি নরসিংদী-২, প্রবীণ কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মো. মিজানুর রহমান ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. রবিউল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কো-অর্ডিনেটর মো. আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে মোট ১৩৬ জন মা ও শিশুসহ অন্যান্যদের ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করা হয় এবং শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিত ২০ জন প্রবীণের মাঝে ওয়াকিং স্টিক ও ২০ জন প্রবীণের মাঝে কমোড বিতরণ করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

"সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৯ মার্চ ২০১৯ মিশনের প্রধান কার্যালয়ে এ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ওপর প্রচার-পত্র পাঠ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জয়ফুল প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী ফারহানা বেগম।

প্রচারপত্রে তিনি হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, 'খোদার অভিপ্রেত নহে যে, মানব জাতির অর্ধাংশ (নারী) অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল গার্হস্থ্য কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পুরুষের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইবে, শাসন বিভাগে অংশী হইতে হইবে, দেশ রক্ষার জন্য সহায়তা করিতে হইবে।'

তিনি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠাতার জেন্ডার সমতার ভাবনা থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি জেন্ডার পলিসি তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেন্ডার সেলের কো-অর্ডিনেটর ফেরদৌসী আখতার মিশনের জেন্ডার সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, গৃহীত পলিসি এবং উদ্যোগ সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য-২ প্রকল্পের একজন উপকারভোগী ও জয়িতা পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীকে সম্মানিত করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী উদ্যোক্তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মিশনের প্রেসিডেন্ট

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন মিশনের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং প্রজেক্ট গৃহীত কর্মসূচিগুলোকে সমন্বিতভাবে উদযাপন করার জন্য আহ্বান জানান।

এদিকে ৮ মার্চ ২০১৯ নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে মানববন্ধন এবং কেন্দ্রে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথমে আশা ইউনভার্সিটির সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে কেন্দ্রের সকল কর্মী ও কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন এমন রিকোভারীগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এ কর্মসূচিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড.এস এম খলিলুর রহমানসহ মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য 'ফিজিওলজি এন্ড ফার্মাকোলজি ফর এডিকশন প্রফেশনালস' এবং 'ট্রিটমেন্ট ফর সাব্‌সটেন্স ইউজ ডিসঅর্ডারস-দি কনটিনিয়াম অফ কেয়ার ফর এডিকশন প্রফেশনালস'-এর ওপর সাত দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০১৯, রাজধানীর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেল্‌থ সেক্টর এর নিজস্ব ভবনে ট্রেনিং রুমে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান এবং দ্যা কলম্বো প্লানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ এবং অনুষ্ঠান শেষে তিনি সকলের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়

তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ ও মডেল ওয়ার্ড গঠনে প্রতিশ্রুতি

তামাক নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ ও তামাকমুক্ত মডেল ওয়ার্ড গঠনে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকতা মোস্তাফিজুর রহমান। ৭ জানুয়ারি ২০১৯ নগর ভবনস্থ মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সেমিনার কক্ষে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভায় তিনি এ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যু এবং রোগের অন্যতম প্রধান ও প্রতিরোধযোগ্য কারণ হল তামাকের ব্যবহার। টোব্যাকো এটলাস, ২০১৮ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে মারা যায় ১,৬০,২০০ জন। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও পরে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত Gobal adult tobacco servey (GATS) ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে ৪৩% মানুষ। এছাড়াও পাবলিক পরিবহনে (৪৪%), সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও ভবনে (২১.৬%) এবং রেস্তোরাঁয় (৪৯.৭%) পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দীর্ঘদিন যাবত অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

১৭ জানুয়ারি ২০১৯ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের সেশনরুমে অনুষ্ঠিত এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল **"পুনঃআসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা"**। প্রতিষ্ঠানটির প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা সভার আলোচ্য বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এডিকশন প্রফেশনাল ও মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, মাদকাসক্তি একটি মস্তিষ্কের রোগ।

সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত নারী কেন্দ্রের কর্মকর্তারা এবং মনোচিকিৎসক আক্তারুজ্জামান সেলিম। মুক্ত আলোচনা শেষে উক্ত কেন্দ্র থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত একজন নারী রিকোভারি যিনি বর্তমানে উক্ত কেন্দ্রে স্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন; তিনি তার সুস্থ জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক নিলুফার ইয়াসমিনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা শেষ করা হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর, ফাইরুজ জিহান।

উল্লেখ্য, মাদকাসক্তি চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিবারকে শিক্ষামূলক ধারণা প্রদান এবং চিকিৎসায় পরিবারকে সম্পৃক্ত করার জন্য আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়মিত পারিবারিক কাউন্সেলিং এবং পারিবারিক শিক্ষামূলক সভা আয়োজন করা হয়।

এলনা প্রকল্পের শিখন বিনিময় এবং যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এলনা প্রকল্পের শিখন বিনিময় এবং যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ট্রেনিং ভ্যানুতে এম্পাওয়ারিং লোকাল অ্যান্ড ন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান এক্টরস্ (এলনা) প্রকল্পের দুইদিনব্যাপী শিখন বিনিময় এবং যৌথ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক কর্মশালা ৪ মার্চ, ২০১৯ শেষ হয়।

দুইদিনব্যাপী কর্মশালার সমাপনী দিনে বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনার বৈধতাদানকরণের সময় উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিম। তিনি বলেন, "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে একটি শক্তিশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষ জনবল থাকা খুবই দরকার। আবার সরকারের একার পক্ষেও সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তাই দরকার সকলের সমন্বিত প্রয়াস এবং যৌথ কর্মপরিকল্পনা।

অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন জাতিসংঘের প্রতিনিধি কাজী শাহিদুর রহমান, হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ারস্ স্পেশ্যালিস্ট, ইউএনআরসিও এর সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব, শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, এলনা প্রকল্পের টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর মোঃ এমদাদুল হক এবং অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি হিউম্যানিটেরিয়ান ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কো-অর্ডিনেটর, শামনাজ আহমেদ।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মো. জাহাঙ্গীর আলম, হেড, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন এলনা প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মো. রওশন আলী। কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব মো. হারুন অর রশিদ মোল্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন অক্সফ্যাম বাংলাদেশের হিউম্যানিটারিয়ান ডিরেক্টর মি. ফ্রান্সিস লাকাসি।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অক্সফ্যাম বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি ঢাকা জেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের মানবিক সহায়তাদানকারী পক্ষগুলোকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে আসা, যাতে করে তারা নিজেরাই তাদের মতামত প্রকাশ, কৌশল নির্ধারণ, দাতা সংস্থাগুলোকে প্রভাবিত করার দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

জামালপুরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা

২৭ জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কমার্শিয়াল করপোরেশন লিমিটেডের সহযোগিতায় অপরাজেয়-বাংলাদেশ জামালপুরের আশ্রয় কেন্দ্রে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা। সভাপতিত্ব করেন অপরাজেয় বাংলাদেশ জামালপুর আশ্রয় কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির সদস্য ও উন্নয়ন সংঘের মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক জাহাঙ্গীর সেলিম। এ সময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি তপন কুমার সরকার, জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম ও মিশনের জামালপুর সদরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তরিকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপক আশরাফুল ইসলাম।

আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী

১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনই জিপিএ-৫ পেল

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিশুরা হচ্ছে মো. আরিফুল ইসলাম, মোঃ মমিনুল ইসলাম ও মোঃ সুমন রানা

২০১৮ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পঞ্চগড়স্থ শিশু নগরীর ১৪ জন শিশুর মধ্যে ১৩ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। এক শিশু পেয়েছে জিপিএ-৪। সাফল্যের হার শতভাগ। এর মধ্যে ৩ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিশুরা হচ্ছে মো. আরিফুল ইসলাম, মো. মমিনুল ইসলাম ও মো. সুমন রানা।

এ ছাড়া পঞ্চগড় সদর উপজেলার ২নং হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড তিনটি বৃত্তি ধার্য করে। গত বছরের মতো এ বছরও এর সব কয়টিই অর্জন করেছে শিশু নগরীর শিশুরা।

২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩০ জন শিক্ষার্থী আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ২০জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে ৮ জন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের নিয়ে ২০১২ সালে পঞ্চগড়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত ৪৮৭ জন পথশিশু এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরাপদ আবাসন, চিকিৎসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিনোদন, খেলাধুলা ও মনো-সামাজিক সেবাসহ এখানে তারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করছে। কেএনএইচ-জার্মানীসহ দেশের বিত্তবানদের সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরী এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সাভারের সিসিডিবি-হোপ ফাউন্ডেশনে মিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আনন্দ মেলা

মিশন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে ‘আনন্দ মেলা’ সাভারের সিসিডিবি-হোপ ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ মার্চ ২০১৯ আয়োজিত এ আনন্দ মেলা সমবেত জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। ‘আনন্দ মেলা’য় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ক্রিকেট খেলা, আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন হেড লাইনের বিষয় নিয়ে লেখা, বাণী চিরন্তনের মাধ্যমে ভাগ্যবান ব্যক্তি নির্ধারণ, ছেলেমেয়েদের বাস্কেট বল নিক্ষেপ, মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার, ছোট ছেলেমেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা, র‌্যাফেল ড্র ও সুধীজনদের আলোচনা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান। সভা পরিচালনা করেন জীবন চক্রবর্তী। মঞ্চে ছিলেন হোপ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার কালীপদ সরকার।

গলাচিপায় নিউট্রিওয়াশ প্রোগ্রাম

পটুয়াখালীর গলাচিপায় “হেলদি ভিলেজ ঘোষণা করি, খর্বকায় শিশুমুক্ত গ্রাম গড়ি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ম্যাক্স নিউট্রিওয়াস প্রোগ্রাম প্রোজেক্ট লার্নিং ওয়ার্কশপ, আয়োজনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অর্থায়নে ম্যাক্স ফাউন্ডেশনের (এন এল) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৪ মার্চ, উপজেলা হলরুমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি ছিলেন গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ্ মো. রফিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডা. মো. মনিরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. গোলাম মোস্তফা। নেদারল্যান্ডস্রে আর্থিক সহায়তায় আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে পটুয়াখালী জেলায় মোট ৪টি উপজেলা, পটুয়াখালী সদর উপজেলায় ১টি কমলাপুর ইউনিয়নের পরিবার সংখ্যা-৫৭৭২টি, উপকার ভোগী মোট-২৭৮৭৫ জন (নারী-১২৭৩২, পুরুষ-১৫১৪৩), গলাচিপা উপজেলায় ৭টি আমখোলা, পানপট্টি, চিকনিকান্দি, ডাকুয়া, গজালিয়া, গলাচিপা সদর ও বকুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পরিবার-২৮৪১১টি, উপকারভোগী মোট-১২৭২৪০ জন (নারী-৬১৬৭৮, পুরুষ-৬৫৫৬২), দশমিনা উপজেলায় ২টি আলীপুর ও বেতাগী ইউনিয়নের পরিবার-৭৯১৪টি, উপকারভোগী মোট-৩৬৬৭১ জন (নারী-১৮০৯২, পরুষ-১৮৫৭৯) ও রাঙ্গাবালী উপজেলায় ১টি চালিতাবুনিয়া ইউনিয়নের পরিবার-১৭৩৮টি, উপকারভোগী মোট-৮১৭৭ জন (নারী-৩৯৭৫, পুরুষ-৪২০২) সহ মোট ১১ টি ইউনিয়নের অন্তর্গত। প্রকল্পের মেয়াদ ১ অক্টোবর ২০১৭ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ সন পর্যন্ত।

আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিশুদের সঙ্গে আহ্‌ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের পরিদর্শনরত সদস্যরা

আহ্‌ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম সদস্যদের পঞ্চগড়ের শিশু নগরী পরিদর্শন

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সহযোগী সংগঠন হিসেবে অর্থ সংগ্রহের জন্য কাজ করছে আহ্‌ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম।

১৫তম নির্বাহী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাপোর্ট ফোরাম আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর জন্য একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করার সমুদয় অর্থের ব্যবস্থা করবে।

সাপোর্ট ফোরামের নির্বাহী কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ লকিয়তউল্লাহর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ২৩ মার্চ পঞ্চগড়স্থ আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরী পরিদর্শন করে। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপোর্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আনিসুল কবির জাসির, যুগ্ম সম্পাদক ফিরোজ আলম, নির্বাহী সদস্য লেঃ কর্নেল (অব.) রুহুল আমিন, মোরশেদ হোসেন, নীলুফার মোরশেদ।

প্রতিনিধি দল স্কুলের জন্য নির্ধারিত স্থান এবং শিশু নগরীর বর্তমান অবস্থানরত ২৮৭ জন শিশুর বাসস্থান, অস্থায়ী স্কুল ও খেলার স্থান পরিদর্শন করেন।

সকালে শিশু নগরীর ছেলেদের কুচকাওয়াজ কার্যক্রম ও তাদের লেখাপড়ার মানসম্পন্ন অগ্রগতি দেখে সাপোর্ট ফোরামের সদস্যরা মুগ্ধ হন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মো. লকিয়তউল্লাহ এবং অন্য সদস্যরা শিশু নগরীর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস ব্যক্ত করেন। পরিদর্শনকালে শিশু নগরীর কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন শিশু নগরীর সহকারী পরিচালক জাহাংগীর হোসেন।

সাপোর্ট ফোরামে বর্তমানে ২০৭ জন নিয়মিত সদস্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৮৩ জন নিয়মিত মাসিক ১ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে সদস্য এবং এককালীন ১ লাখ টাকা দিয়ে ২৪ জন আজীবন সদস্য। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সেবামূলক কার্যক্রমগুলোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমাজের বৃত্তবান ব্যক্তিরা আহ্‌ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সদস্য হতে পারেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ক্লিক করুন-
www.damsupportforum.org

সাপোর্ট ফোরামের সদস্যরা আহ্‌ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন

আহ্‌ছানিয়া মিশনের সাপোর্ট ফোরামের নতুন সদস্য

ড. মো. শাহজাহান মিঞাঁ, খন্দকার আখতারুজ্জামান, শ্রী বৃতি সুন্দর দেবনাথ, মো. নাদিম জাহাঙ্গীর, শ্রী রাজন চক্রবর্তী, মো; রেজাউল হামিদ, শাহীন সুলতানা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আহ্‌ছানুল করিম খান, মোঃ ইনামুল হক, কোয়েল শারমিন, কাজী ওয়াসিফ হাসান, মো. আবদুস সবুর, মো. আকতারুজ্জামান, নাজনীন সুলতানা, মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, একেএম নুরুজ্জামান, মনজুর মোরশেদ, মো. বাহাউদ্দিন রাসেল, এ মুমিত চৌধুরী, এএনএম কুতুবউদ্দিন, মো. মশিউর রহমান, মো. মোরাদ হোসেন, মো. আমিন শরীফ ও কিরণ কোড়াইয়া।

আজীবন সদস্য

এএসএম ইয়াহ্‌ হিয়া মজুমদার (হাছান)

তথ্যমন্ত্রীকে আলোকিত বাংলাদেশের শুভেচ্ছা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে ২০ জানুয়ারি ২০১৯ সচিবালয়ে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

নবনিযুক্ত তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে শুভেচ্ছা জানান দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ-এর সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী রফিকুল আলম।

২০ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এ শুভেচ্ছা জানান তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং জিয়াউল করিম।

কাজী রফিকুল আলম তথ্যমন্ত্রীকে জানান, উন্নয়নমূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনায় দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে।

তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে এই পত্রিকাটি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ও সঠিক তথ্য প্রবাহে অবিচল ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রামে শাখা উদ্বোধনকালে কাজী রফিকুল আলম

হজ ফাইন্যান্সে আমানত রাখলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশক এবং হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম বলেছেন, গ্রাহকদের নিরাপদ সঞ্চয়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহকদের নিরাপদ সঞ্চয়ের দিক মাথায় রেখেই কাজ করে যাচ্ছে হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি। এখন গ্রাহকদের আস্থা নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোটি কোটি টাকা আমরা এখানে রেখেছি। এখানে টাকা রেখে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। ১২ মার্চ নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় আজিজ কোর্ট ভবনে হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাজী রফিকুল আলম এসব কথা বলেন। কোম্পানির পরিচালক ড. এহছানুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য চট্টগ্রামে হজ ফাইন্যান্সের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এটা শরিয়াভিত্তিক ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান। শরিয়া কাউন্সিলে আছেন প্রথিতযশা মুফতিরা। আহ্ছানিয়া মিশন জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে। কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে চট্টগ্রামে হজ ফাইন্যান্সের এ শাখা চট্টগ্রাম ও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারবে। পরিচালক ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, হজ ফাইন্যান্সে আপনাদের বিনিয়োগ জনগণের কাজে লাগবে।

১২ মার্চ, হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের চট্টগ্রাম শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি কাজী রফিকুল আলম

কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ্ বলেন, হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি যৌথ উদ্যোগের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের দিক বেশ ইতিবাচক। এ পর্যন্ত ৩২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে কেবল জনগণ নয়, সরকারও উপকৃত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের গভীরে গিয়ে কাজ করে। যারা হজ করতে চান তাদের শরিয়তসম্মতভাবে আর্থিকভাবে সহায়তা করে থাকি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফজলুর রহমান বলেন, হজ ফাইন্যান্স কোম্পানিতে শরিয়াসম্মতভাবে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের প্রতিষ্ঠান এটি। অনুষ্ঠান শেষে ভবনের একুশ তলায় ফিতা কেটে হজ ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের চট্টগ্রাম শাখা উদ্বোধন করেন দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ সম্পাদক ও কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম।

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্‌-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)

৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা

২. বাই-মুয়াজ্জাল

৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক

৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)

২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)

৩। ব্যবসা বাণিজ্য

৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়

৫। আস্‌-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন ঃ
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪১ ● সংখ্যা ১ ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।

সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০